বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>088 >> 20 Poush 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৮৮ >> << ২০শে, পৌষ ১৪৩০>>

সুইডেনে তাপমাত্রা নামলো মাইনাস ৪০ ডিগ্রিতে

ফিনল্যান্ড : প্রবল শৈত্যপ্রবাহের কবলে সুইডেন ও ফিনল্যান্ড। উত্তর সুইডেনে তাপমাত্রা নেমে দাঁড়িয়েছে মাইনাস ৪০ ডিগ্রিতে। পরপর দুই দিন ধরে সুইডেনে এই রেকর্ড তাপমাত্রা রয়েছে। এর ফলে সড়ক ও রেল যোগাযোগ বিপর্যস্ত। এর প্রভাব ডেনমার্ক ও নরওয়েতেও পড়ছে। সুইডেনের আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, বুধবার দেশের অনেকগুলি জায়গায় তাপমাত্রা ছিল হিমাঙ্কের ৪০ ডিগ্রি নিচে। দেশের উত্তরতম প্রান্ত ল্যাপল্যান্ড মাউন্টেনে তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৪৩ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস। ১৯৯৯ সালের পর জানুয়ারি মাসে সুইডেনে কখনো এত ঠান্ডা পড়েনি। উত্তরপূর্বের শহর উমিয়াতে এত শীত গত ১২ বছরে পড়েনি। এখানে অধিকাংশ ট্রেন বাতিল করতে হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, সুইডেনের উত্তরপূর্বে এবং ফিনল্যান্ডের উত্তরে উচ্চচাপযুক্ত শীতল হাওয়া বইছে। তার কারণেই তাপমাত্রা এতটা কমে গেছে। বলা হয়েছে, এটাই জানুয়ারির সবচেয়ে শীতলতম দিন।

বাজার দর
SENSEX : 72026.15 +178.58
NIFTY : 21710.80 +52.21

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
22.00 °c	14.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.17 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06.31 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ফ্লু, কোভিড১৯-এর প্রকোপ বৃদ্ধি, মাস্ক বাধ্যতামূলক করলো যুক্তরাষ্ট্রের অনেক হাসপাতাল

নিউইয়র্ক : ক্রিসমাসের ছুটির পর ফ্লু, কোভিড১৯ ও অন্যান্য রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির কারণে যুক্তরাষ্টের অনেক হাসপাতাল মাস্ক বাধ্যতামূলক করছে এবং লোকজনের আনাগোনায় সীমারেখা টানছে। ভাইরাসজনিত এইসব রোগের মোকাবেলা করছেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা। অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন, সাম্প্রতিককালের অন্যান্য শীতের মতো এত ভয়াবহ হয়ে উঠবে না এই মরসুম, তবে তারপরও হাজার হাজার মানুষ হাসপাতালের ভর্তি হতে পারে এবং গোটা দেশে কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু হতে পারে। নিউইয়র্ক সিটি গত সপ্তাহে এই শহরের ১১টি সরকারি হাসপাতালে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করেছে। লস এঞ্জেলিস ও ম্যাসাচুসেটসেও গত সপ্তাহে একই ধরনের পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিছু হাসপাতালে। কয়েক সপ্তাহ ধরে ফ্লু ও কোভিড১৯-এর সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রিসমাসের আগে ৩১টি প্রদেশে উচ্চমাত্রার ফ্লুয়ের মতো অসুস্থতার খবর পাওয়া গেছে। শুক্রবার দেশের হালনাগাদ পরিসংখ্যান প্রকাশের কথা রয়েছে, তবে স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা আগাম জানিয়েছেন, জানুয়ারিতে অনেক প্রদেশে সংক্রমণ বাড়বে। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের অধিকর্তা ড. ম্যান্ডি কোহেন বলেন, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আমরা যা দেখছি তা সত্যিই রোগ বৃদ্ধি ঘটছে , বিশেষ করে ফ্লু রোগের ক্ষেত্রে। কোহেন আরও বলেন, কিছু ভাল খবর রয়েছে। ফ্লু ও কোভিড১৯ রোগ এই মাসের মধ্যে বাড়তে পারে, তবে তারপর তা নিম্নগামী হবে। ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ড. উইলিয়াম স্কাফনার বলেন, আমার মনে হয় না পরিস্থিতি খুব বাড়াবাড়ি হবে। কোহেন সবাইকে টিকা নিতে অনুরোধ করেছেন এবং ফ্লু ও কোভিড১৯-এর জন্য চিকিৎসা নিতে বলেছেন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, টিকা দেওয়ার হার এই বছর কম। সিডিসির টিকা সমীক্ষার সর্বসাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্কদের প্রায় ৪৪ শতাংশ ফ্লুর টিকা নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্কদের মাত্র ১৯ শতাংশ মতো ডিসেম্বরের প্রথম দিকে আপডেটকৃত কোভিড১৯ টিকা নিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলেছেন, করোনার নতুন উপরূপ জেএন.১ সহজে ছড়িয়ে পড়তে পারে বা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আক্রমণ করতে পারে, তবে বর্তমানে থাকা অন্যান্য উপরূপের চেয়ে এটি আরও গুরুতর রোগ তৈরি করতে পারে, এমন প্রমাণ নেই। .সিডিসি আরও জানিয়েছে, আরেকটি মরসুমি ভাইরাস যা রেসপিরেটরি সিনসাইটিকাল ভাইরাস বা আরএসভি নামে পরিচিত তার বিরুদ্ধে টিকাকরণের হার হতাশাজনক। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে হালকা জ্বরের উপসর্গ দেখা যায়, তবে শিশু ও বয়স্কদের জন্য এটি বিপজ্জনক হতে পারে।

উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইউক্রেনে হামলা

ইউক্রেন (এজেন্সী): ইরানের পর উত্তর কোরিয়ায় তৈরি সামরিক সরঞ্জাম কাজে লাগিয়ে রাশিয়া ইউক্রেনের উপর হামলা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মস্কো ও পিয়ংইয়ং অবশ্য সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

প্রায় দুই বছর ধরে ইউক্রেনের উপর লাগাতার হামলা চালাতে গিয়ে রাশিয়ার অস্ত্রভাণ্ডারে টান পড়ছে। পরমাণু শক্তিধর পরাশক্তি হওয়া হত্বেও 'বন্ধু' রাষ্ট্র থেকে সামরিক সরঞ্জাম আমদানি করতে হচ্ছে মস্কোকে। প্রথমে ইরান থেকে বোমারু ড্রোন জোগাড় করে ইউক্রেনের উপর হামলা চালিয়ে এসেছে রাশিয়া। এবার সে দেশ উত্তর কোরিয়ায় তৈরি ক্ষেপণাস্ত্রও ইউক্রেনের উপর নিক্ষেপ করছে বলে অভিযোগ উঠছে। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, রাশিয়া সম্প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তর কোরিয়ায় তৈরি কম পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে।

মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন কিরবি সাংবাদিকদের বলেন, অ্যামেরিকা বিষয়টি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করবে। তাঁর মতে রাশিয়ায় উত্তর কোরিয়ার অস্ত্র সরবরাহ উদ্বেগজনক ঘটনা। যারা এমন বোঝাপড়া তরান্বিত করেছে, তাদের উপর মার্কিন প্রশাসন বাড়তি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে। কিরবি আরো বলেন, ব্যালিস্টিক মিসাইল লঞ্চার ও বেশ কয়েকটি ব্যালিস্টিক মিসাইলও উত্তর কোরিয়া থেকে রাশিয়ায় পাঠানো হয়েছে। গত ৩০শে ডিসেম্বর তিনি ইউক্রেনে এমন এক মিসাইল নিক্ষেপের উল্লেখ করেছিলেন। কিরবির মতে, রাশিয়া ইরান থেকেও কম পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র কেনার উদ্যোগ নিচ্ছে।

মস্কো ও পিয়ংইয়ং অবশ্য অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তবে দুই দেশই সামরিক সহযোগিতা আরো নিবিড় করার অঙ্গীকার করেছে। সম্প্রতি উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন মিসাইল লঞ্চার উৎপাদন বাড়ানোর ডাক দিয়েছেন। দক্ষিণ কোরিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক সংঘাতের প্রস্তুতি হিসেবে তিনি রণসজ্জা বাড়ানোর কথা বলেছেন।

রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ এই প্রথম ওঠে নি। গত বছরের নভেম্বর মাসে ব্রিটেন ও দক্ষিণ কোরিয়া আরো বড় আকারের অস্ত্র সররাহের অভিযোগ তুলেছিল। এই দুই দেশের মতে উত্তর কোরিয়া রাশিয়াকে শুধু কম পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নয়, তার সঙ্গে ট্যাংক ও বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রও সরবরাহ করেছে। সেই সঙ্গে গোলাবারুদ ও রাইফেলও হস্তান্তর করা হয়েছে। একাধিক সামরিক বিশেষজ্ঞ সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, যে তাঁরা ইউক্রেনে উত্তর কোরিয়ায় তৈরি মিসাইলের টুকরোর ছবি দেখে শনাক্ত করতে পেরেছেন।

রাশিয়া সম্প্রতি ইউক্রেনের উপর আবার বড় আকারে আকাশপথে হামলা শুরু করেছে। সে দেশের একাধিক শহরের উপর ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ চলছে। শুধু গত শুক্রবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত তিনশোরও বেশি হামলা ঘটেছে বলে ইউক্রেন দাবি করেছে। উত্তর কোরিয়া থেকে আনা ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা আরো জোরদার করার প্রয়োজন স্পষ্ট হয়ে উঠছে বলে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কিরবি মনে করেন। তিনি মার্কিন কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে ইউক্রেনের জন্য সামরিক সহায়তার প্যাকেজ অনুমোদনের ডাক দিয়েছেন। সেটা না করলে ইউক্রেনের অস্ত্র ও গোলাবারুদ দ্রুত ফুরিয়ে যাবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

প্রাক্তন সংসদ মহুয়া মৈত্রর দায়ের করা মামলায় লোকসভার সচিবালয়কে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের

জেনেভা : প্রিটোরিয়া তাদের কথায় ইসরাইলের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলা করার পর জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালত আগামি সপ্তাহে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইসরাইলের বক্তব্য শুনবে।

দক্ষিণ আফ্রিকা চায় আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালত যে অবিলম্বে গাজায় সামরিক তৎপরতা বন্ধ করে। এই বিষয়টি ইসরাইল ইতোপূর্বেই বিরক্তির সঙ্গে প্রত্যাখান করেছে। গণহত্যার মামলা আনার জন্য যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকার সমালোচনা করেছে এবং গাজার সঙ্গে যুদ্ধে ইসরাইলের বিরুদ্ধে দোষারোপকে প্রত্যাখ্যান করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কার্বি এক সংবাদ ব্রিফিং'এ বলেন, এই মামলা নির্দয়, হিতে বিপরীত এবং এয কোন অর্থে ভিত্তিহীন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার আলাদা ভাবে বলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যায়নে এই মূহুর্তে এমন কোন কাজ দেখিনি যাকে গণহত্যা বলা যায়।

মিলার সংবাদদাতাদের বলেন , গণহত্যা নিঃসন্দেহই একটি ঘৃণ্য অত্যাচার । এই ধরেণর অভিযোগকে হাল্কা ভাবে নেয়া উচিৎ নয়। আদালত এক বিবৃতিতে বলেছে আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালত , দ্য হেইগের পীস প্যালেসে ১১ ও ১২ জানুয়ারি এই প্রকাশ্য শুনানির ব্যবস্থা করেছে মামলাটি হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ইসরাইল। দক্ষিণ আফ্রিকার আবেদনটি গত শুক্রবার দায়ের করা হয়। এই মামলাটির বিষয় হচ্ছে জেনসাইড কনভেনশনের অধীনে ইসরাইলের কথিত দায়িত্ব লংঘন । তারা বলছে, ইসরাইল গাজায় ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে গণহত্যাজণিত কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়েছে , সম্পৃক্ত হচ্ছে এবং আরো বেশি করে সম্পৃক্ত হবার ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। ইসরাইল এই অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছে। ইসরাইলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রিওর হায়াত সামাইজক মাধ্যম এক্স'এ লিখেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকা ইসরাইলের বিরুদ্ধে যে রক্তপাতের অভিযোগ এনেছে ইসরাইল তা ঘৃণার সাথে প্রত্যখান করেছ।

রাশিয়ার ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র হামলা নিয়ে আলোচনা করতে বৈঠক করবে নেটো ইউক্রেন

কিয়েভ : ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার বিমান হামলা নিয়ে আলোচনার জন্য নেটো ও ইউক্রেনের কর্মকর্তারা আগামী সপ্তাহে বৈঠকে বসতে চলেছেন। বছরের শুরু থেকে বড় ধরনের হামলাও এই সব হামলার মধ্যে রয়েছে।

বৃহস্পতিবার নেটোর মুখপাত্র ডিলান হোয়াইট বলেছেন, নেটো মহাসচিব জেন্স স্টলটেনবার্গ রাশিয়ার সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলার পরে ১০ জানুয়ারি নেটো-ইউক্রেন বৈঠকের আহ্বান জানাবেন। ইউক্রেনের কর্মকর্তারা দেশটির বিমান প্রতিরক্ষা জোরদার করার জন্য মিত্রদের ওপর চাপ দিয়েছেন। রাশিয়া প্রতিদিন ইউক্রেনের শহরগুলোকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালাচ্ছে।

গত সপ্তাহে দুদিন রাশিয়া সবচেয়ে বেশি বিমান হামলা চালিয়েছে। ওই দুদিন ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভকে লক্ষ্য করে তারা কয়েক ডজন ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন নিক্ষেপ করেছে। বুধবার ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দ্যমিত্রো কুলেবা বলেছেন, নেটো ইউক্রেন বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় হলো ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করা। তিনি এই আলোচনাকে রাশিয়ার সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধির মুখে ইউরো-আটলান্টিক ঐক্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন বলে অভিহিত করেছেন।

মঙ্গলবার কুলেবা মিত্রদেরকে ইউক্রেনে দ্রুত বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও গোলাবারুদ পাঠাতে এবং ইউক্রেনের বাহিনীকে ৩০০ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বে আঘাত হানতে সক্ষম এমন ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করার আহ্বান জানিয়েছেন। কুলেবা ইউক্রেনকে সহায়তা করতে এবং রাশিয়ার কূটনীতিকদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য জব্দকৃত রাশিয়ার সম্পদ ব্যবহার করার অনুমোদনেরও আহ্বান জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার ইউক্রেন বলেছে, রাশিয়া রাতভর দুটি ড্রোন ব্যবহার করে বিমান হামলা চালিয়েছে। ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী খমেলিনিটস্কি এলাকায় সেগুলোকে ভূপাতিত করেছে। ইউক্রেনের বিমান বাহিনী জানিয়েছে, রাশিয়া খারকিভ এবং ডনেটস্ককে লক্ষ্য করে তিনটি গাইডেড মিসাইল দিয়েও হামলা চালিয়েছে।

আর্জি ক্যাপিটলে হামলায় ট্রাম্পের ভূমিকা থাকায় এই প্রদেশের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার যোগ্য নন তিনি

কলোরাডোর রায় পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ ট্রাম্প

কলোরাডো (এজেন্সী): কলোরাডোর নির্বাচনে নিষেধাজ্ঞার রায়কে বাতিল করার আর্জি নিয়ে বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন এই দেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। বিদ্রোহে লিপ্তদের নিষিদ্ধ করতে সংবিধানে যে বিধি রয়েছে তা তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ার শেষ করবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

ডিসেম্বরে কলোরাডো সুপ্রিম কোর্টের ৪-৩ রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ট্রাম্প আবেদন করেছেন। ওই রায় ব্যতিক্রমী কারণ ইতিহাসে এই প্রথম ১৪তম সংশোধনীর ৩ ধারা ব্যবহার করে কোনও প্রেসিডেন্সিয়াল প্রার্থীকে নির্বাচনে দাঁড়াতে বাধা দেওয়া হয়েছে। আদালত জানিয়েছে, এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটলে হামলায় ট্রাম্পের ভূমিকার জন্য তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্য নন। আমেরিকার ইতিহাসে এই বিধির ব্যবহার এতই কম যে, যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে কখনও রায় দেয়নি।

মেইন রাজ্যের ডেমোক্রেটিক দলের স্বরাষ্টমন্ত্রী শেনা বেলোজ রায় দিয়েছিলেন যে, ক্যাপিটলে হামলায় ট্রাম্পের ভূমিকা থাকায় এই প্রদেশের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার যোগ্য নন তিনি। এই রায়ের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের আইনি দল আপিল করার একদিন পর বুধবার ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ। এই আপিল বিবেচনা করা পর্যন্ত কলোরাডো সুপ্রিম কোর্ট ও মেইনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রায় স্থগিত থাকবে।

ট্রাম্পের বিরোধীরা একাধিক প্রদেশে তাঁকে অযোগ্য মনোনীত করার দাবিতে কয়েক ডজন মামলা দায়ের করেছেন।

দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে লেখা আপিলে ট্রাম্পের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, কলোরাডো সুপ্রিম কোর্টে সিদ্ধান্ত অসাংবিধানিকভাবে কলোরাডোর কয়েক লক্ষ ভোটারকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে এবং দেশের লক্ষ লক্ষ ভোটারের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে এই রায়কে নজির হিসেবে ব্যবহার করার সম্ভাবনা রয়েছে।

আইনি পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, হাই কোর্ট এই মামলা গ্রহণ করবে কারণ এর সঙ্গে সংবিধানের অমীমাংসিত সমস্যা জড়িত যা দেশের শাসনপদ্ধতির মূল অবধি প্রসারিত।

এক জেলা আদালতের বিচারপতির মতে, ট্রাম্পের উস্কানিতে ৬ জানুয়ারিতে যা ঘটেছে তা বিদ্রোহ। জেলা আদালতের এই রায়কে বহাল রেখেছে কলোরাডোর হাইকোর্ট।

নিম্ন আদালতের বিচারপতি বলেছেন, প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে ৩ ধারা প্রযোজ্য কিনা তা স্পষ্ট নয়। বহু বিষয়ের মধ্যে এটি একটি যা দেশের সর্বোচ্চ আদালত বিবেচনা করবে।

কিছু রক্ষণশীল সতর্ক করেছেন যে, যদি ট্রাম্পকে সরানো হয় তাহলে রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলি বিরোধীদের বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিত উপায়ে ৩ ধারাকে লাগাতার ব্যবহার করবে।

বাইডেন প্রশাসন উল্লেখ করেছে যে, এই মামলায় প্রেসিডেন্টের কোনও ভূমিকা নেই।

ঘন জনবসতি এলাকায় খড়ের গাদায় অগ্নিকাণ্ড

জলপাইগুড়ি ঃ ঘন জনবসতি এলাকায় খড়ের গাদায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়িতে। বৃহস্পতিবার সকালে সদর ব্লকের পাহাড়পুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। স্থানীয়দের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন তারা।
পাহাড়পুরের ডাঙাপাড়া এলাকার বাসিন্দারা জানান, খড়ের গাদায় আচমকাই আগুন ধরে যায়। তিন বিঘা জমির ধানের খড় পুড়ে গেছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯ টা নাগাদ স্থানীয়দের নজরে আগুন। খবর পেয়ে দমকলের পাশাপাশি ছুটে আসে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, ঘন জনবসতি এলাকায় খড়ের গাদায় আগুন লেগেছিল। বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। যদিও স্থানীয় মহম্মদ অভয়দুল্লার তিন বিঘা জমির খড় পুড়ে গেছে।

সেবকে করোনেশন সেতু থেকে তিস্তা নদীতে ঝাঁপ শিলিগুড়ির এক যুবকের। যুবকের নাম গৌরাঙ্গ মণ্ডল।দক্ষিণ শান্তিনগরের বিনয় মোড় এলাকার বাসিন্দা

শিলিগুড়ি ঃ বুধবার সকালে বাড়ি থেকে বের হয় যুবক।এরপরই দুপুরে এক আত্মীয়কে ফোন করে আত্মহত্যা করছে বলে জানায়। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই গৌরাঙ্গ সেতু থেকে তিস্তা নদীতে ঝাঁপ দেয় বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে সেবক রওনা দেয় পরিবারের সদস্যরা। যদিও আত্মহত্যার পেছনে কী কারণ রয়েছে তা জানা যায়নি।

সরকারি অফিসারদের শুধু অফিসে বসে থাকলে হবেনা

জলপাইগুড়ি ঃ সরকারি অফিসারদের শুধু অফিসে বসে থাকলে হবেনা। চা বাগান ও বনবস্তি এলাকার বাসিন্দারা রাজ্য সরকারের দেওয়া সুযোগ সুবিধা গুলি পাচ্ছেন কিনা তা বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখা উচিত। জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে এক সাংবাদিক বৈঠকে এই মন্তব্য করেন রাজ্য বিধানসভার অনগ্রসর শ্রেনী কল্যান দপ্তর বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়। একইসাথে সরকারি আধিকারিকদের আরও বেশি স্বক্রিয় হবার আবেদন জানান তিনি।এর পাশাপাশি তিনি জানান ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত এলাকায় থাকা তপশিল জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় করার চিন্তাভাবনা রয়েছে রাজ্যের। জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে অনগ্রসর শ্রেনী কল্যান দপ্তরের বিধানসভার স্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সদস্যরা।

তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনে তৃণমূলের পার্টি অফিস পুড়ে ছাই হলো

হলদিয়া ঃ তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনে তৃণমূলের পার্টি অফিস পুড়ে ছাই হলো। হলদিয়া পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ২১০ নম্বর বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে আগুন । ভবানীপুর থানা এলাকার রঘুনাথচকে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস আগুনে পুড়ে ছাই হলো । ভোর রাতে কে বা কারা তৃণমূলের পার্টি অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয় ।আগুনে পুড়ে ভস্মিত হয়, পার্টি অফিসে থাকা কাগজপত্র আসবাবপত্র ।পহেলা জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস । প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন পার্টি অফিসে কর্মসূচি রয়েছে । কোথাও বা শীতবস্ত্র বিতরণ , কোথাও দুস্থদের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া । সেই প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনে হলদিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস পুড়লো । রাত বারোটার সময় তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকে তৃণমূল কর্মীরা বাড়ি যায়। সকালের লোকজন খবর পায় পার্টি অফিস পুড়ে ছাই । খবর পেয়ে সকালে তৃণমূলের নেতাকর্মীরা হাজির হয় ।হলদিয়ার ভবানীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । সিসিটিভি ফুটেজ ঘটিয়ে দেখা হচ্ছে ।

বছরের প্রথম দিনে শিলিগুড়ির বিভিন্ন মন্দিরে ভিড় ভক্তদের

শিলিগুড়ি ঃ মন্দিরে পুজো দিয়ে নতুন বছর শুরু করলেন অনেকে।শিলিগুড়ির বিভিন্ন মন্দিরে সকাল থেকে ভিড় উপচে পড়েছে।এদিন শিলিগুড়ির আনন্দময়ী কালীবাড়ি সহ অন্যান্য মন্দিরগুলিতেও প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়।মায়ের দর্শন করেই নতুন বছর শুরু করেন তারা।বছরের আগামী দিনগুলি যেন সকলের ভালো কাটে এই প্রার্থনা করেন।

উত্তরের সমতল থেকে পাহাড় নতুন বছরের প্রথম দিনেই সোমবার বেলা যতো গরছে

আলিপুরদুয়ার ঃ উত্তরের সমতল থেকে পাহাড় নতুন বছরের প্রথম দিনেই সোমবার বেলা যতো গরছে মানুষের ঢল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কেউ কেউ জলপাইগুড়ি কেউ আবার মালবাজার, শিলিগুড়ি আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জেলা সহ রাজ্যের অন্যান্য জায়গা থেকে বহু মানুষ জলপাইগুড়ি এবং পার্শ্ববর্তী জেলা পাহাড়েও ভীড় জমিয়েছেন। দিনভর শুধু নাচ গান খাওয়া দাওয়া হৈ হুল্লোড়।

বাংলাদেশ সীমান্তের টাকি বরাবরই পর্যটকদের কাছে নতুন ডেস্টিনেশন

বসিরহাট ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে মহকুমার বাংলাদেশ সীমান্তের টাকি বরাবরই পর্যটকদের কাছে নতুন ডেস্টিনেশন। ভিন রাজ্য ছাড়িয়ে বিদেশের পর্যটকরাও সীমান্ত পারে এসে ভিড় জমান। কারণ ইছামতি নদীর ওপার বাংলা নিজে চোখে চাক্ষুষ করে দেখে নেওয়া আলাদা অনুভূতি রয়েছে। তাই নতুন বছরের ১লা জানুয়ারি সকাল থেকে পর্যটকদের ভিড় জমিয়েছে ইছামতি পারে।, একদিকে নদীতে নৌকাবিহার সেখান থেকে তিন নদীর মোহনায় মাছরাঙ্গা দ্বীপ, মিনি সুন্দরবন তারপর জমিদার বাড়ি গুলোকে দেখে নিয়ে প্রাচীন সংস্কৃতি ঐতিহ্য একবার স্মৃতি উসকে দিচ্ছে পর্যটকদের কাছে। সকাল থেকে দেদার হুল্লোর জমিয়ে এক জায়গায় বসে খাওয়া দাওয়া নাচগান নতুন বছরকে সেলিব্রেট করছে।, আট থেকে আশি তাই ইছামতি পাড়ের পর্যটকদের ঢল নেমেছে ওপার বাংলার ছবিটা মোবাইল ফোনের সেলফি ক্যামেরা বন্দি করে রাখতে চাইছে ভ্রমণপিপাসু মানুষেরা। পাশাপাশি সীমান্ত সুরক্ষার নজরদারি একেবারে কঠোর করা হয়েছে সেই সঙ্গে জেলা প্রশাসন রাজবাড়ীর ঘাট থেকে ঘোষ বাড়ির ঘাট সৈয়দপুর সব ঘাট গুলোকে আলাদা সতর্কতা নিয়ে। বেষ্টনীতে রেখেছে নতুন বছরে। দুর্ঘটনা এড়াতে সব রকম প্রস্তুতি নিয়েছে পুলিশ প্রশাসন পাশাপাশি জন সীমান্ত অতিক্রম করে ওপার বাংলায় যাতে না যেতে পারে তার জন্য কঠোর নিরাপত্তায় বিএসএফ ও বিজিবি ইছামতি নদীর মাছ বরাবর টহলা শুরু করেছে।, তাই আজকে ২০২৪ এর নতুন বছরের নতুন সোমবারের ফেস্টি মুড়ে রয়েছে গোটা বাংলা।

মালদা জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

মালদা ঃ অন্যান্য জেলার পাশাপাশি মালদা জেলাতেও ১লা জানুয়ারি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ২৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন। তারই অঙ্গ হিসেবে মালদা শহরের মালদা কলেজ গেট এলাকায় মালদা জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত ছিলেন রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখার্জী ছিলেন ইংরেজবাজার পৌরসভার কাউন্সিলার শুভময় বসু কাউন্সিলর গৌতম দাস তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি প্রসূন রায় সহ অন্যান্যরা। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয় বেলুন উড়িয়ে।

রাতের বিমানে কলকাতায় ফিরলেন সাধবি নিরঞ্জন জ্যোতি

কলকাতা ঃ আপনি কলকাতায় এসেছেন কালীঘাট মন্দিরে যাবেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যাবেন আর কি কি কর্মসূচি আছে দেখুন আমি এখানে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের সাথে কথা বলতে এসেছি এছাড়াও চার লোকসভা দায়িত্বে আছি। আমার পশ্চিমবাংলার কার্যকর্তারা খুব উচ্ছ্বাসে আছে আর কেনই বা হবে না ২২ তারিখে রামলালা নিজের বাড়ি ফিরছেন পুরো দেশে দিওয়ালি মত আনন্দে আছে ২২ তারিখের আগে আমি এই উৎসবে শামিল হতে এসেছি বাংলায় দুর্নীতি নিয়ে এর আগেও আপনি বলেছেন এবার কি বলবেন ঃ দেখুন আমি আজও বলছি যারা দুর্নীতি করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনতুক ব্যবস্থা নিন আমি আজও দিতে রাজি কিন্তু জানিনা কেন করছে না মমতা দিদি অসুবিধায় তো এখানকার মানুষ পড়ছে এখানে সাধারণ মানুষ যারা কাজ করছে তাদের কিন্তু জানিনা দুর্নীতি হয়েছে হয়তো নিজের লোক দুর্নীতিতে যুক্ত আছে। এরকম কোন কিছু প্রমাণ আছে ঃ আমার কাছে আছে। আমাদের আধিকারিক ও এখানকার আধিকার সম্মতি জানিয়েছে। মমতা দিদি গেছিল প্রধানমন্ত্রী সাথে দেখা করেছে। যা যা প্রয়োজন আমি দিতে রাজি। রাজ্য সরকার বলছে টাকা দিচ্ছে না পয়সা আটকে রেখেছে ঃআমি আটকাইনি যা যা সমস্যা আছে সেগুলো আগে সমাধান করুক আমাদের দুজন আধিকারিক তৈরি হয়েছে আর রাজ্য সরকার দুজন আধিকারিক তৈরি করেছে যেখানে যেখানে দুর্নীতি হয়েছে তারা দেখবে তারপর সিদ্ধান্ত নেবে। আপনি কি মনে করছেন দুর্নীতি হয়েছে ঃ দুর্নীতি হয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা কে বাংলা আবাস যোজনা করে দিয়েছে এটা হয়েছে।
'সেনাপতি ছাড়া যুদ্ধ জয় অসম্ভব', ফেসবুকে পর পর পোস্ট নবীন তৃণমূলীদের ঃ আজ তৃণমূলের নবীন প্রজন্মের নেতানেত্রীদের একাংশ সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতে শুরু করেছেন। কালো ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর লেখা, ০৩৯সেনাপতি ছাড়া যুদ্ধ জয় করা অসম্ভব০৩৯। প্রয়াত সাধন পান্ডের কন্যা শ্রেয়া পান্ডে থেকে শুরু করে, তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র ঋজু দত্ত, যুব তৃণমূলের হাওড়া জেলা সভাপতি কৈলাশ মিশ্রসহ আরও অনেকেই এমন পোস্ট শেয়ার করছেন। নবীন? না প্রবীণ? তা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে বিগত বেশ কয়েকদিন ধরে ঠোকাঠুকির ছবি উঠে এসেছে। দলনেত্রী অবশ্য স্পষ্ট বার্তা দিয়ে রেখেছেন, তাঁর নতুন চাল, পুরনো চাল দুইই দরকার। কিন্তু এরপরও বিতর্ক পিছু ছাড়ছিল না। দলের প্রথম সারির নেতাদের একের এক এক মন্তব্য জোর বিতর্ক তৈরি করেছিল।

জোকার রকি ভাই ৮ থেকে ৮০ সকলের মন জয় করছে

শিলিগুড়ি ঃ শীতের মরশুমের সাথে সার্কাস শিল্পের মজাদার এবং মনোরঞ্জন খেলা গুলি আজও ছোটবেলার কথা মনে করিয়ে দেয়। হাতি, ঘোড়া,বাঘ, সিংহ এসব তো কবেই সরকারি নির্দেশ অনুসারে বন্ধ হয়ে গেছে। এরপর সার্কাস শিল্পটাও প্রায় বিলুপ্তের পথে। এরই মাঝে ইংরেজি নতুন বছরের শিলিগুড়ি বাসিকে এন কে রোলেক্স সার্কাস মন মাতানো বিভিন্ন ধরনের খেলা নিয়ে হাজির শিলিগুড়ির জলপাই মোড় মেলা মাঠে। যা কিনা ৮ থেকে ৮০ সকলের মনকে এই রোলেক্স সার্কাস দেখার হাতছানি দিচ্ছে। এই সার্কাসের সবথেকে বড় নিজের জীবনের নানা কষ্টকে চেপে রেখে মানুষকে আনন্দ দিচ্ছেন জোকার অনিমেষ খাটুয়া, সার্কাসে তার পরিচিতি নাম রকি ভাই। এই রকি ভাই বাচ্চা থেকে বড় মন জয় করে চলেছে প্রতিদিন। প্রতিটি শো এর পর এই রকি ভাইয়ের সাথে সেলফি তুলতেও বেশ আগ্রহী দেখা গেল সার্কাস দেখতে আসা ছোট থেকে বড়দের।

মালদায় পালিত হলো তৃণমূলের ছাত্র সপ্তাহ কর্মসূচি

মালদা ঃ ম্যারাথন দৌড়ের মাধ্যমে মালদায় পালিত হলো তৃণমূলের ছাত্র সপ্তাহ কর্মসূচি । বুধবার সকাল থেকে কালিয়াচক কলেজে ম্যারাথন দৌড় সহ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে এই ছাত্র সপ্তাহ পালন করা হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। এছাড়াও ছিলেন কালিয়াচক কলেজের অধ্যাপক ¯ অধ্যাপিকারা এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন কালিয়াচক কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতেই চৌরঙ্গী মোড় থেকে ৪ কিলোমিটার ব্যাপী এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে মেয়েদের বিভাগে অনামিকা ঘোষ, সুইটি মন্ডল এবং দিপা ঘোষ প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হন । ছাত্রদের বিভাগে বিরতি মন্ডল, আখতার হোসেন এবং রকি মন্ডল প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হন। তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন । এছাড়াও মন্ত্রী সহ সংশ্লিষ্ট কলেজের অন্যান্য পড়ুয়া থেকে অধ্যাপকেরাও এই ছাত্র সপ্তাহ উদযাপন হিসাবে পদযাত্রা করেন। এদিন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন , ২ জানুয়ারি থেকে ৮ জানুয়ারি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ছাত্র সপ্তাহ হিসেবে ঘোষণা করেছ। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এদিন কালিয়াচক কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ম্যারাথন প্রতিযোগিতা এবং একটি রেলি করা হয়েছে। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের আলোচনা এবং নানান ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় হয়েছে এই ছাত্র সপ্তাহ উপলক্ষে

এবারের দুয়ারে সরকার কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতেও ক্যাম্প করা হয়েছিল, ফলে আবেদনের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে

মালদা ঃ অষ্টম দফার দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে আবেদনপত্র জমা পড়লো সাড়ে পাঁচ লক্ষেরও বেশি। যা সপ্তম দফার দুয়ারে সরকারের থেকে এখনো পর্যন্ত সবথেকে বেশি আবেদন পড়েছে শেষ দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দুয়ারের সরকার কর্মসূচির আবেদন পত্র গ্রহণ করার সময়সীমা ছিল। এবার জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হতে চলেছে আবেদনকারীদের পরিষেবা প্রদান করার কর্মসূচি । মঙ্গলবার দুপুরে এই দুয়ারের সরকার কর্মসূচির আবেদন পত্র বিষয় নিয়ে জেলা প্রশাসনিক ভবনে বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ কর্তাদের উপস্থিতিতে একপ্রস্তর আলোচনা করেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া । পাশাপাশি এদিন কালেক্টরের ভবনে আরটিসি রুমে সরাসরি রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি বিষয়ে নানান আলোচনা করেন জেলাশাসক সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা।
জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, অষ্টম দফার দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে সাড়ে পাঁচ লক্ষেরও বেশি আবেদন পত্র জমা পড়েছে। সেইসব আবেদন পত্র খতিয়ে দেখে পরিষেবা প্রদান করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। মালদা জেলায় এখনো পর্যন্ত যতগুলি বুথে দুয়ারে সরকার কর্মসূচির কাজ হয়েছে, ঠিক ততগুলি বুথেই পরিষেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই দুয়ারে সরকার কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্য সরকারের ৩৬টি প্রকল্পের পরিষেবা প্রদানমূলক কাজ গোটা জানুয়ারি মাস জুরেই হবে। এবারের দুয়ারে সরকার কর্মসূচির ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতেও ক্যাম্প করা হয়েছিল । ফলে আবেদনের সংখ্যাও অনেকটাই বেড়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পালিত হল পুস্তক বিতরণ দিন

বামন গোলা ঃ নতুন শিক্ষা বর্ষের শুরুতেই মালদহের বামন গোলা ব্লকের পাকুয়াহাট ম্যানেজড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পালিত হল পুস্তক বিতরণ দিন। পাশাপাশি এদিন ওই বিদ্যালয় এর পুস্তক বিতরণ অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের সাথে অভিভাবক রাও হাজির ছিলেন। অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ কুমার দাস বলেন, পাঠ্যপুস্তকের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের যত্নশীল হয় সেদিকে নজর রাখার পাশাপাশি প্রতিদিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয় সেদিকে ও লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষকদের সাথে অভিভাবকরা যাতে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখে সে ব্যাপারে অভিভাবকদের বার্তা দেওয়া হয়েছে। গত শিক্ষাবর্ষে যেসব অভিভাবকরা শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন তাদের মধ্যে তিন জন অভিভাবকের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয় এছাড়াও গত শিক্ষাবর্ষে যেসব ছাত্রছাত্রীরা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হয়েছে তাদের হাতেও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। প্রধান শিক্ষক প্রদীপ কুমার দাস বলেন, গোটা মালদহ জেলায়এই পুস্তক বিতরণ দিন পালন করা হচ্ছে, পাশাপাশি একদিন আমাদের স্কুলেও পালন করা হলো।অনুষ্ঠানটি বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজন করা হয়। এদিন পাঠ্যপুস্তক বিতরণের পাশাপাশি একটি ছোট্ট সংস্কৃতিকঅনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

দশম বর্ষ আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলার উদ্বোধন

আলিপুরদুয়ার ঃ মঙ্গলবার বিকেলে দশম বর্ষ আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলার উদ্বোধন হলো ফালাকাটা টাউন ক্লাব ময়দানে, বইমেলার উদ্বোধন করলেন জেলাশাসক আর বিমলা ড এদিন ফালাকাটার জুনিয়র বেসিক স্কুল ময়দান থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ফালাকাটা শহর পরিক্রমা করে এসে বইমেলা ভাঙ্গনে শেষ হয়ে সেখানেই মেলার উদ্বোধন হয় ড আগামী ৭ তারিখ পর্যন্ত চলবে এই জেলা বইমেলা, এই বইমেলায় থাকে ৮৩ টি স্টল, তার চেয়ে শিল্প মেলা, ফুড কোড, পুস্প প্রদর্শনী অংকন প্রতিযোগিতা, স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে অঙ্কন প্রদর্শনী, এবং ছয় দিনব্যাপী থাকছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এছাড়াও বইমেলায় বইপ্রেমীদের উৎসাহ দিতে থাকছে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আড্ডা আলোচনা প্রকৃতি

বিজেপি কিষান মোর্চার পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়

রাজগঞ্জ ঃ সরকারি খাস জমি উদ্ধার ও নদী থেকে অবৈধভাবে বালি পাচার বন্ধের দাবি সহ ৯ দফা দাবিতে রাজগঞ্জ বিএলএলআরও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালো বিজেপি।মঙ্গলবার বিজেপি কিষান মোর্চার পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, এদিন প্রথমে সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা ফাটাপুকুর এলাকায় জমায়েত হন।সেখান থেকে মিছিল করে রাজগঞ্জ বিএলএলআরও অফিসের সামনে পৌঁছান। দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, রাজগঞ্জ ব্লকে সরকারি জমির চরিত্র পরিবর্তন করে দখলের পাশাপাশি বিক্রি করছে জমি মাফিয়ারা। আর এতে যুক্ত আছে বিএলএলআরও সহ শাসকদলের জনপ্রতিনিধিরা। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষের জমিও বিভিন্ন কৌশলে বিক্রি করে দিচ্ছে।এছাড়া রাজগঞ্জ ব্লকের করতোয়া ও চাওয়াই নদী সহ প্রায় প্রতিটি নদী থেকে অবৈধভাবে বালি ও মাটি পাচার হচ্ছে। এই বিষয়ে কিষাণ মোর্চার জেলা সভাপতি নকুল দাস ও বিজেপির রাজগঞ্জ ব্লক সভাপতি নিতাই মন্ডল বলেন, গোটা ঘটনা আগের বিএলএলআরও জানেন, তবুও চুপ করে আছেন।এমনকি তাকে তথ্য সহকারে জানানো হলেও কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। অবিলম্বে এই অবস্থার পরিবর্তন না হলে বিএলএলআরও অফিস স্তব্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন বিজেপি নেতারা। এই বিষয়ে নতুন দায়িত্বে আসা বিএলএলআরও সুখেন রায় বলেন, কয়েকটি অভিযোগ লিখিত আকারে জমা দিয়েছেন। বিষয়গুলি নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনাও হয়।

গুঞ্জরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আনুমানিক ৭০ জন বাসিন্দার নাম বাংলার ভোটার তালিকার পাশাপাশি বিহারের ভোটার তালিকাতেও

গুঞ্জরিয়া ঃ দুর্নীতি যেন বাংলার অঙ্গে অঙ্গে বাসা বেধে রয়েছে। কোনওভাবেই যে দুর্নীতি দুস্কর্ম বাংলার পিছু ছাড়ছে না। আর তাই এবার দুর্নীতির প্রতিবাদে সাধারন মানুষকেই এগিয়ে আসতে দেখা গেলো। বিভিন্ন নির্বাচনের সময় ছাপ্পা ভোটের বিস্তর অভিযোগ উঠলেও ভোট পেরিয়ে গেলে ছাপ্পা ভোটের তদন্তে প্রশাসনের কাউকেই দেখা যায় না। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ব্লকের গুঞ্জরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত ভৌগলিকভাবে বিহার রাজ্যের সাথে লাগোয়া। গুঞ্জরিয়ার অধিকাংশ বাসিন্দার নাম বাংলার পাশাপাশি বিহার রাজ্যের ভোটার তালিকাতেও রয়েছে। আর এই সুযোগে দুই রাজ্যে ভোটের সময় ব্যাপক ছাপ্পা ভোটের ঘটনাও ঘটে থাকে। গুঞ্জরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আনুমানিক ৭০ জন বাসিন্দার নাম বাংলার ভোটার তালিকার পাশাপাশি বিহারের ভোটার তালিকাতেও দেখা গিয়েছে বলে অভিযোগ। গুঞ্জরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা তৌসিফ রেজা নিজের সামাজিক দায়িত্ব বোধে এই বিষয়ে উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন। এমনকি বাংলা ও বিহারের ভোটার তালিকাতেও বাসিন্দাদের নাম উল্লেখ রয়েছে।জেলাশাসকের নির্দেশে ইসলামপুরের বিডিও তৌসিফ রেজাকে হিয়ারিংয়ে ডাকেন। মঙ্গলবার হিয়াড়িংয়ে উপস্থিত হয়ে সমস্ত তথ্য বিডিও দীপান্বিতা বর্মনের হাতে তুলে দেন তৌসিফ সাহেব। ঘটনার বিবরণে খুব শীঘ্রই প্রশাসনিক পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে ইসলামপুর ব্লক প্রশাসন।

সরকারি খাস জমি উদ্ধার ও নদী থেকে অবৈধভাবে বালি পাচার বন্ধের দাবি সহ ৯ দফা দাবিতে ঞ বিএলএলআরও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালো বিজেপি।মঙ্গলবার বিজেপি কিষান মোর্চার পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।
জানা গিয়েছে, এদিন প্রথমে সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা ফাটাপুকুর এলাকায় জমায়েত হন।সেখান থেকে মিছিল করে রাজগঞ্জ বিএলএলআরও অফিসের সামনে পৌঁছান। দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।
বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, রাজগঞ্জ ব্লকে সরকারি জমির চরিত্র পরিবর্তন করে দখলের পাশাপাশি বিক্রি করছে জমি মাফিয়ারা। আর এতে যুক্ত আছে বিএলএলআরও সহ শাসকদলের জনপ্রতিনিধিরা। শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষের জমিও বিভিন্ন কৌশলে বিক্রি করে দিচ্ছে।এছাড়া রাজগঞ্জ ব্লকের করতোয়া ও চাওয়াই নদী সহ প্রায় প্রতিটি নদী থেকে অবৈধভাবে বালি ও মাটি পাচার হচ্ছে।
এই বিষয়ে কিষাণ মোর্চার জেলা সভাপতি নকুল দাস ও বিজেপির রাজগঞ্জ ব্লক সভাপতি নিতাই মন্ডল বলেন, গোটা ঘটনা আগের বিএলএলআরও জানেন, তবুও চুপ করে আছেন।এমনকি তাকে তথ্য সহকারে জানানো হলেও কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। অবিলম্বে এই অবস্থার পরিবর্তন না হলে বিএলএলআরও অফিস স্তব্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন বিজেপি নেতারা।
এই বিষয়ে নতুন দায়িত্বে আসা বিএলএলআরও সুখেন রায় বলেন, কয়েকটি অভিযোগ লিখিত আকারে জমা দিয়েছেন। বিষয়গুলি নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনাও হয়। এখন দেখতে হবে কোথায় আমাদের ত্রুটি রয়েছে এবং কি কি পদক্ষেপ করা প্রয়োজন। তবে এখনও আমাকে বিএলএলআরও হিসেবে দায়িত্বভার দেওয়া হয়নি। দায়িত্ব পাওয়ার পরই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

বুধবার সকালে নিউটাউন ইকো পার্কে প্রাতঃ ভ্রমণে আসেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ

কলকাতা ঃ ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত হাইপার এক্টিভ থাকবে কেন্দ্রীয় এজেন্সি ঃ আর জে ডি সাংসদ মনোজ ঝাঁ জানিনা কোথা থেকে এই তথ্য পেলেন? সিবিআই ইডি সারা বছর সক্রিয়। এই সরকারের গতবারের শাসন কালে দুর্নীতি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। উন্নয়ন আটকে গেছিল। এই দুর্নীতিতে বহু লোক জড়িত ছিল। তারা তাদের কাজ করছেন। যারা এর সঙ্গে যুক্ত, তাদের ভয় পাওয়ার কথা। লিপ্স এন্ড বাউন্স এর সম্পত্তি অ্যাটা আজ না। বহুদিন ধরে বিতর্কিত এই সংস্থা। মানুষের মুখে মুখে এই নাম ঘুরত। পরে তদন্ত শুরু হয়। কোর্টে মামলা হয়। এরপর একে একে ধরা পড়েন। বিভিন্ন তথ্যে প্রমাণিত, বিচার হবে। তদন্ত এগোচ্ছে। বুঝতে পারছি না একটা গলার স্বর নিতে এতো টালবাহানা কেনো? ওখানেই কি রহস্য লুকিয়ে আছে? দরকারে এরকম লোক কে জোর করে তুলে এনে গলার স্বর নেওয়া উচিত। যার কথার মধ্যে এতো বড় দুর্নীতি লুকিয়ে আছে। সত্য সন্ধানে যিনি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন, তার বিরুদ্ধে কেন আদালত সিবিআই ইডি কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে না সেটা আমাদেরও প্রশ্ন।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

অযোধ্যায় ঐতিহাসিক রাম মন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সামিল হতে সাইকেল নিয়ে রওনা দিলেন

মালদা ঃ মনস্কামনা মন্দিরে পুজো দিয়ে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় ঐতিহাসিক রাম মন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সামিল হতে সাইকেল নিয়ে রওনা দিলেন মালদা শহরের দুই যুবক। রবি বিশ্বকর্মা(৩০) এবং অভিজিৎ বাসফোর(২২) মালদহে দুই যুবক আজ স্থানীয় মনস্কামনা কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে রওনা হলেন অযোধ্যার উদ্দেশ্যে। প্রায় সাড়ে ৮০০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে আগামী ২০ জানুয়ারির মধ্যে অযোধ্যায় পৌঁছনোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে দুই যুবক। প্রতিদিন গড়ে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত সাইকেল চালানোর লক্ষ্যমাত্রা এই দুই যুবকের। যাত্রা শুরুর সময় তাঁদের শুভেচ্ছা জানাতে হাজির হন প্রচুর রামভক্ত। মালদহ থেকে ডালখোলা, বিহারের পূর্ণিয়া, দাঁড়ভাঙ্গা, উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর হয়ে তাঁরা দু'জনে পৌঁছবেন অযোধ্যায়। রামের ছবি আঁকা সনাতন ধর্মীয় পতাকার পাশাপাশি সাইকেলে যাত্রায় সামিল করা হয়েছে ভারতের জাতীয় পতাকা। দুই যুবকের কথায় আগে দেশ পড়ে ধর্ম। তবে, দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা। আর এই প্রতিষ্ঠা পর্বের সাক্ষী হতেই সাইকেলে যাত্রার পরিকল্পনা বলে জানিয়েছেন দুই যুবক। এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে কোন সিস্টেম নেই কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের যে হাওয়া প্রবেশ করছে সেটা শীতল হাওয়া নয়। উত্তরপশ্চিমের হাওয়া খুব একটা প্রোভাব নেই তাই তাপমাত্রা একটু বেশি, তবে আগামী ৪ ৬ তারিখ থেকে তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা। এছাড়া পশ্চিমে জেলা যেমন বর্ধমান বাঁকুড়া পুরুলিয়া মুশিদাবাদ হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে চার অথবা ৬ তারিখ নাগাদ,সেই সময় দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী থাকবে কলকাতা ১৬ থেকে ১৮রাসে পাশে থাকবে। দার্জিলিঙে আজ ও কাল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা এবং দার্জিলিং এর একেবারে উপরের এলাকায় তুষার পাত হতে পারে। ৬ তারিখ পর্যন্ত তাপমাত্রা কমার কোন সম্ভাবনা নেই।

৩২ জনের হাতে এই মোবাইল তুলে দেওয়া হল ফালাকাটা থানার পক্ষ থেকে

আলিপুরদুয়ারঃ বছরের শুরুতেই সোমবার দুপুরে ফালাকাটা থানার পক্ষ থেকে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হল, ফালাকাটা থানা সূত্রে জানা গিয়েছে বিভিন্নভাবে মোবাইল গুলো হারিয়ে যাওয়ার পরে যে সকল ব্যক্তি ফালাকাটা থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছে তাদেরকে এই মোবাইল গুলো খুজে বের করে তুলে দেওয়া হল, এদিন ৩২ জনের হাতে এই মোবাইল তুলে দেওয়া হল ফালাকাটা থানার পক্ষ থেকে

হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় জুবুথুবু জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি ঃ মঙ্গলবার ভোর রাত থেকে ঘন কুয়াশায় ছেয়ে আছে জলপাইগুড়িতে। একইসাথে বইছে হিমেল হাওয়া। জোড়া ফলায় বিদ্ধ হয়ে পারদের আরও পতন। সকাল ৮ টা বাজতে চললেও রাস্তায় দেখা নেই মানুষজনের। দৃশ্যমানতা অনেকটাই কম।

মঙ্গলবার সকালে নিউটাউন ইকোপার্কে প্রাতঃ ভ্রমণে আসেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ

কলকাতা ঃ কোনো দলের যদি ভাবাদর্শ বা কর্ম পদ্ধতি না থাকে কোনো বড় উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে তা বেশিদিন টেকেনা। তৃণমূলের অবস্থা তাই। মানুষ সিপিআইএমের অত্যাচার থেকে বাঁচার হাতিয়ার হিসেবে এদের এনেছিল। কেবল ক্ষমতা এবং টাকা যদি কোনো পার্টির উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তার কি পরিনতি হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি। মুষল পর্ব আগেই চলছিল। কাল সেটা প্রকাশ্যে এল। নেতাদের সঙ্গে স্বার্থের সম্পর্ক। সেটা ফুরিয়ে গেলেই শেষ। তৃণমূল সিপিএম কংগ্রেস যেই থাকুক, তাতে আমাদের সুবিধা অসুবিধা কিছু নেই। এই দল তো একদিন যাবেই। বিজেপি একটা লক্ষ্য নিয়ে চলে। লক্ষ লক্ষ কর্মী পরিশ্রম করেন। আমরা ভোটে জিতে মানুষ কে উন্নয়ন দিই।

ববি হাকিমের বোধদয়?

ভোট এলে এরকম হয়। একটু ক্ষমা টমা চায়। সিবিআই ইডি কাজ করলে বা চোর ধরলে রাস্তায় নামেন কেনো? পদ থেকে লোক গুলোকে সরান না কেনো? এটা দ্বিচারিতা নয়? দোষীদের আড়াল করা বন্ধ করুন। ওদের নিজের মধ্যে আগে বিচার করুন। বেশিরভাগ লোক জেলে। কেউ কেউ বেলে। কেউ লিস্টে আছে। ফলে উনি কি বললেন সেটা নিয়ে রাজ্যের মানুষ খুব একটা ভাবিত নন। এগুলো সবই পাবলিক জানে। পরিস্থিতি খারাপ দেখে উনি এখন এগুলো বলছেন।

জনসংযোগে জোর তৃণমূলের

এসব কর্মসূচি উনি আগে প্রচুর ঘোষণা করেছেন। এগুলো আপনাদের খবর করার জন্য ঠিক আছে। আগে পার্টি বাঁচান। তারপর তো জন সংযোগ। মানুষ তো এবার এলাকায় গেলে গাছে বেঁধে রাখবে। চাকরির দাবিতে , ডি এর দাবিতে সর্বত্র ধর্ণা চলছে। এরপর আবার উন্নয়ন?

আজ কামদুনি রায়

জঘন্য অপরাধ। প্রতিবিধান করার চেষ্টা হয়েছে। আমরাও আন্দোলন করেছি। সরকার চুপ করে গেছে। তারা লড়াই করছেন। আমরা পাশে আছি। আইনি সমর্থন করছি।

ওড়িশার বালেশ্বরে পেপার মিলে ২৬ হাজার কেজি বাংলার ও এম আর

এখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স করে বাংলাদেশে টাকা যায়। ওখানে আন্দোলন করার জন্য ট্রেনিং দিয়ে লোক পাঠানো হয়। এখনকার পরীক্ষার খাতা ওখানে পাওয়া যায়। নেতাদের কীর্তিকলাপ এক্সপোজ হচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশে ২ মাস পরে ধর্ষণে অভিযুক্ত বিজেপি যুবনেতা গ্রেফতার

যেকোনো মানুষ ভুল করতে পারে। দেখতে হবে দল বা সরকার তার প্রতি কি মনোভাব? ধর্ষনের অভিযোগ এসেছে। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামে গ্রামে দেখুন। এই ধরনের অভিযোগে কজন গ্রেফতার হয়? সব তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত। বিজেপি করে দেখায়। মন্ত্রীর ছেলে গোলমাল করেছিল। তাকেও জেলে ঢুকিয়েছে। বাকি আইন দেখবে।

হ্যাস ট্যাগ ২২ জানুয়ারি

গোটা বিশ্বের লোক ২২ জানুয়ারির দিকে তাকিয়ে আছে। পয়লা জানুয়ারি আসলে ব্রিটিশ ক্যালেন্ডারের প্রথম দিন। আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। গৌরবের দিন ২২ জানুয়ারি। সারা দুনিয়া দেখবে ভারতে সেদিন কি হয়।

রাজ্যজুড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য রেশন ধর্মঘট

কেষ্টপুর ঃ নতুন বছরের দ্বিতীয় দিনে থেকেই রাজ্যজুড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য রেশন ধর্মঘট। মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হয়েছে এই ধর্মঘট। কেষ্টপুর অঞ্চলে পোস্টার ব্যানার হাতে নিয়ে পথে নেমেছে রেশন ডিলাররা ধর্মঘটের সমর্থনে। মঙ্গলবার ২রা জানুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য দেশজুড়ে রেশন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশন । এর জেরে দেশের ৫ লাখের উপরে রেশন দোকান বন্ধ থাকার সম্ভাবনা। মঙ্গলবার সকালে কেষ্টপুরাঞ্চলে পোস্টার ব্যানার হাতে নিয়ে পথে নামে রেশন ডিলা। তাদের সঙ্গে পথে নামেন এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু। তিনি জানান, তাদের দাবি রেশন ডিলারদের মাসিক ন্যূনতম ৫০ হাজার টাকা আয় সুনিশ্চিত হওয়া এবং পাশাপাশি পিডিএস প্রেডিটিভ নামে যে দমন মূলক নীতি রাজ্যের খাদ্য দপ্তর এনেছে, তা প্রত্যাহার করতে হবে। তবে পাশাপাশি তিনি আশ্বাস দেন, রেশন গ্রাহকদের প্রাপ্য থেকে তাদেরকে তারা বঞ্চিত হতে দেবেন না।

কেন্দ্রীয় সরকারের কালা আইনের প্রতিবাদে ট্রাক ডাইভারদের পথ অবরোধ বন্দর এলাকা জুড়ে

কলকাতা ঃ কেন্দ্রীয় সরকার একটি আইন আনতে চলেছে যেখানে বলা হয়েছে, জাতীয় সড়কে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট গাড়ি চালককে দশ বছরের জেল এবং ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এরই প্রতিবাদে এদিন সকাল থেকে কলকাতার বন্দর এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে ট্রাক ড্রাইভাররা, রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদ জানায়। এই কালা আইন প্রত্যাহার না করা হলে আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তারা,, বলে হুঁশিয়ারিও দেন ট্রাক মালিকেরা দিয়েছেন। প্রসঙ্গত কয়েকদিন আগে ডানকুনি টোল প্লাজা সংলগ্ন দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল। বহু ট্রাক ডাইভার। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে তা উঠে যায়।

ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন

উত্তর দিনাজপুর ঃ ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন।ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার হাতিয়াগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের চিতলঘাটা এলাকায়। মৃত ওই ব্যক্তির নাম একরামুল হক (৩৫)। জানা গিয়েছে বেশ কিছু দিন ধরে বালি খাদানে নিয়ে সমস্যা চলছিল। মৃতের স্ত্রীর দাবি বেশ কিছুদিন ধরে বালি খাদান নিয়ে মিটিং করত একরামুল হক নামে ওই ব্যক্তি। সোমবার রাতেও মিটিংয়ে গিয়েছিলেন। আজ সকালে বাড়ির বারান্দায় রক্তাক্ত অবস্থায় মৃত দেহ দেখতে পায় পরিবারের সদস্যরা। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। নিহতের স্ত্রীর অভিযোগ তার স্বামীকে বেশ কিছুদিন ধরে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। মঙ্গলবার সকালে একরামুল হকের মৃতদেহ বাড়ির বারান্দা থেকে উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় চোপড়া থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

নতুন বছরের রাতে পথ দুর্ঘটনা সোমবার গভীর রাতে

নকশালবাড়ি ঃ নতুন বছরের রাতে পথ দূর্ঘটনা। সোমবার গভীর রাতে নকশালবাড়ির সাতভাইয়া ফ্লাইওভার এলাকায় ২ টি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ১, গুরুতর আহত ৩। নকশালবাড়ির সাতভাইয়া ফ্লাইওভার এলাকায় দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ঘটনায় মৃত্যু হয় জয় প্রসাদ রায় নামক এক যুবকের। মৃত হাতিঘিসার বাসিন্দা। ঘটনায় গুরুতর আহত হয় সায়ন বাড়ৈ, সঞ্জয় সিংহ, পবিত্র সিংহ নামে আরও তিন যুবক। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরবর্তীতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। অপরদিকে গাড়িগুলিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে নকশালবাড়ি পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

আজ বছরের দ্বিতীয় দিনে জনসংযোগের কাজে রাস্তায় নামলো বঙ্গ বিজেপি

কলকাতা ঃ উত্তর কলকাতা সাংগঠনিক জেলা বিজেপির উদ্যোগে তারা সুন্দরী পার্কের সামনে থেকে সকাল ১০.৩০ মিনিটে বাড়ি বাড়ি প্রসাদী চাল এবং নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হলো, আগামী ২২ তারিখ রাম মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে বাড়িতে দ্বীপ জালানো সহ অযোধ্যা একবার ঘুরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে। উপস্থিত ছিলেন ২৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রী বিজয় ওঝা , জেলা সভাপতি শ্রী তমোঘ্ন ঘোষ ও রাজ্য সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী।

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে ধারাবাহিক মৃত্যু মিছিল

মালদা ঃ নতুন বছরের শুরুতেই বিষাদ। ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে ধারাবাহিক মৃত্যু মিছিল। ভিন রাজ্য নেপালে টাওয়ারের কাজে গিয়ে আবারো প্রাণ হারালো মালদার তরতাজা এক যুবক। নতুন বছরে যখন আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেছেন বাঙালি তখন গোটা গ্রাম জুড়ে কান্নার রোল এবং শোকের ছায়া মালদার ইংরেজবাজারের নঘরিয়ার খাস পাড়া এলাকায়। মৃত শ্রমিকের কফিন বন্দি দেহ আজ গ্রামে এসে পৌঁছাতেই গোটা গ্রাম জুড়ে শোকের আবহ নেমে আসে। কফিন বন্দী মৃত শ্রমিকের দেহ দেখতে ভিড় জমান শয়ে শয়ে গ্রামবাসী। জানা গেছে মৃত শ্রমিকের নাম মুকেশ সাঁই। রাজ্যে কাজের অভাব এবং ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ থাকায় পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দিতে ভিন রাজ্য নেপালে পাড়ি দিয়েছিল মুকেশ সাঁই গত দুই মাস আগে। বাড়িতে প্রতিবন্দি বাবা, মা, বোন এবং এক ভাই রয়েছে। পরিবারের রোজগারের একমাত্র মুকেশ ছিলই। কিন্তু হঠাৎ করে তার মৃত্যুতে আকাশ ভেঙে পড়ার মত অবস্থা পরিবারের। টাওয়ারের কাজ করার সময় গত ৩১ ডিসেম্বর পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় তার। আজ সকালে তার কফিন বন্দি দেহ গ্রামে এসে পৌঁছায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ এই রাজ্যে কাজ নেই এবং ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ থাকায় ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন বেকার যুবকরা। অন্যদিকে এই বিষয়ে ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জাহিদুল শেখ জানান ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ থাকাই বেকার যুবকরা ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। তবে মৃত শ্রমিকের পরিবারের পাশে আমাদের সরকার রয়েছে। আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি এবং সরকারি সাহায্য ব্যবস্থা করা হবে আগামীতে বলে প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন পরিদর্শন করলেন জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব এনএফ রেলের মালিগাওঁ

জলপাইগুড়ি ঃ অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন পরিদর্শন করলেন জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব এনএফ রেলের মালিগাওঁ। বুধবার সকালে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন পরিদর্শন করেন তিনি। তিনি তিনি বলেন, রেলের এই রুটের বৈদ্যুতিকরণের পাশাপাশি ১৩০ কিলোমিটার স্পিডের রেলওয়ে ট্রেক গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়া রেলের সুরক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। রেলের এই রুটের বৈদ্যুতিকরণের পাশাপাশি ১৩০ কিলোমিটার স্পিডের রেলওয়ে ট্রেক গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়া রেলের সুরক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রেলের বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকরা। রেলের উদ্যোগে অমৃত ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে বসানো হচ্ছে এস্কেলেটর লিফট। এছাড়া শপিং সেন্টার সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে রোড স্টেশনে। জলপাইগুড়িতে এসে এই উন্নয়নের কথা জানান এনএফ রেলের মালিগাওঁ জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব। অমৃত ভারত প্রকল্পের মধ্য দিয়ে এনজেপি স্টেশনের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি রোড, টাউন স্টেশন, মালবাজার ও হলদিবাড়ি স্টেশন সহ বেশ কয়েকটি স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হচ্ছে। এদিন সকালে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের রেল উদ্যান সহ বিভিন্ন দিক পরিদর্শন করেন তিনি। কথা বলেন যাত্রীদের সঙ্গেও। তিনি বলেন, রেলের এই রুটের বৈদ্যুতিকরণের পাশাপাশি ১৩০ কিলোমিটার স্পিডের রেলওয়ে ট্রেক গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়া রেলের সুরক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল দার্জিলিংয়ের জাতীয় অর্কিড গবেষণাকেন্দ্র

দার্জিলিং ঃ ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল দার্জিলিংয়ের জাতীয় অর্কিড গবেষণাকেন্দ্র। মঙ্গলবার সকালে দ্বিতল ভবনে আগুন লাগে। আগুনে এই গবেষণাকেন্দ্রে থাকা দামি রেফ্রিজারেটর থেকে শুরু করে প্রায় ২০২২টি বাতানুকূল মেশিন, প্রচুর গবেষণা পত্র এবং আসবাবপত্র ছাই হয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু ততক্ষণে ভবনটির সিংহভাগই পুড়ে গিয়েছে।গবেষণাকেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বিদ্যুতের মিটার বক্সের পিছনে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। সেই আগুন মুহূর্তের মধ্যে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। দ্রুত আগুন গোটা গবেষণাকেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ে। আর সেই আগুনেই লক্ষ লক্ষ টাকার সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে দমকল।

আলিপুরদুয়ারের পঙ্গাপাড়া চা বাগান দুর্দান্ত একটি পিকনিক স্পট

আলিপুরদুয়ার ঃ পুরাতন বছরকে বিদায় দিয়ে সূচনা নতুন বছরের। চারদিকে ছুটির আমেজ, বিভিন্ন পিকনিক স্পট গুলিতে মানুষের জমায়েত বিগত কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের পাহাড় থেকে ডুয়ার্স সব জায়গায় মানুষের সমাগম।আলিপুরদুয়ারের অন্তর্গত লঙ্কাপাড়া চা বাগানের পিকনিক স্পট সম্প্রতি খোলা হয়েছে। দুর্দান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্ভার এই এলাকা। এই পিকনিক স্পট খোলার পর অনেকেই এই পিকনিক স্পটে গিয়ে পিকনিক করছেন আনন্দ করছেন। সবুজে সবুজ অসাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশ উপলব্ধি করতে এই পিকনিক স্পটে পাড়ি দিচ্ছেন অনেকেই।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন বিজেপির ওবিসি মোর্চার সহ সভাপতি অজিত পাল

কোচবিহার ঃ বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন বিজেপির ওবিসি মোর্চার ২৮ নং মন্ডলের সহ সভাপতি অজিত পাল। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের হাত ধরে বিজেপি ওবিসি মোর্চা ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন ওই বিজেপি নেতা।এদিন তার হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের যোগ দেওয়া ওই বিজেপি নেতা অজিত পাল বলেন, বিজেপি শুধু মিথ্যাচার করে, বিভিন্ন মোর্চা সংগঠনগুলিকে নিয়েও তাদের মিথ্যাচার আর এই বিষয়গুলিকে সহ্য করতে না পেরে এই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন তিনি এমনটাই জানান। অন্যদিকে কোচবিহার জেলা তৃণমূলের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক জানান, এদিন অজিত বাবু বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন। ফলে শক্তি অনেকটাই বৃদ্ধি হল। আগামী দিনে দলীয় কাজে নিযুক্ত করা হবে বলে তিনি জানান। যদিও এই যোগদান প্রসঙ্গে এখনো পর্যন্ত বিজেপির তরফ কোন রকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। স্বাভাবিকভাবে লোকসভা নির্বাচনের আগে আবারো কোচবিহার জেলায় দল বদল যে মাথাচাড়া দিচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বাংলায় বিকল্প রাজনীতি - কোচবিহার শহর জুড়ে পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য

কোচবিহার ঃ বাংলায় বিকল্প রাজনীতি - কোচবিহার শহর জুড়ে পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য।মঙ্গলবার সকালে শহরের একাধিক জায়গায় বাংলায় বিকল্প রাজনীতি - পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। দিন দুয়েক আগে কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা এবং কলকাতার একাধিক জায়গায় সেই পোস্টার লক্ষ্য করা যায়। এবার সেই পোস্টারই কোচবিহার শহরের একাধিক প্রান্তে দেখা গেলো। কারা এ ধরনের পোস্টার লাগালো তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। সাম্প্রতিক সময়ে রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় সামনে উঠে আসছে সে জায়গায় দাঁড়িয়ে এধরনের পোস্টার রাজনৈতিক মহল রীতিমতো সরগরম। এই ঘটনা প্রসঙ্গে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তিনি বলেন, কেউ কেউ চাইছে কংগ্রেস বিজেপি সিপিএম একটা জোট হোক, এটা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এটাকে বলা হচ্ছে বিকল্প রাজনীতি। কারা করছে এধরনের পোস্টার আমরা জানি। অন্যদিকে পাল্টা বিজেপি বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে বলেন, কংগ্রেস সিপিএম তৃণমূল থেকে যারা ছিটকে বেরিয়ে গেছে তারা কোথাও প্ল্যাটফর্ম না পেয়ে এধরনের কাজ করছে বলেও তিনি জানান।

বছরের প্রথম দিনেই ঘরের ভিতর থেকে দুঃসাহসিক চুরি ঘটনায় চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি ঃ সোমবার গভীর রাতে ঘরের আলমারি ভেঙে চুরি সোনা ও রুপোর অলংকার,টাকা সহ বেশ কিছু নথিপত্র। ঘটনাটি ঘটেছে খড়িবাড়ির ব্লকের মহিপাল জোত এলাকায়। জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে মহিপাল জোত এলাকায় পাঁচালী গান হয় সেই পাঁচালী গান শুনতে যান পবিত্র সিংহের পরিবারের সদস্যরা।কিন্তু হটাৎ পবিত্র সিংহ বাড়িতে এসে দেখে বাড়ির দরজা খোলা অবস্থায় রয়েছে।ঘরের ভিতরে ঢুকতেই অবাক হয়ে পড়েন তিনি।ঘরের ভিতরে আলমারি খোলা অবস্থায় পরে রয়েছে। সে চিৎকার চেঁচামেচি করলে ভিড় জমান এলাকাবাসীরা।ঘরের আলমারি খুলে ২ ভরি সোনা ও ১০ ভরি রুপো এবং ২০ হাজার টাকা সহ কিছু নথিপত্র নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোর । মঙ্গলবার ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়িবাড়ি থানার পুলিশ।গোটা ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নিজের বাড়িতে নিজের ঘরে গলায় ওড়না দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক

জলপাইগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি ২রা জানুয়ারি মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি সুভাষ নগর ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শুভব্রত সেনগুপ্ত আনুমানিক ৪২ বছর পেশায় প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক। মঙ্গলবার নিজের বাড়িতে নিজের ঘরে গলায় ওড়না দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে। পরে বাড়ির লোকজন দেখে ফেললে তাকে তড়িঘড়ি ওড়না কেটে নামিয়ে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। কি কারনে এই ঘটনা ঘটলো তা কেউ বলতে পারছে না। মৃত ব্যক্তির প্রিয় একজন স্কুল শিক্ষিকা বর্তমানে তার আনুমানিক ১১ বছরের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে । ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার ভোর নাগাদ।এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। মৃত দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্র খবর। ঘটনা তদন্ত করছে পুলিশ।

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান, ময়নাগুড়ি রোড ফ্লাই ওভারে শুরু হল ট্রায়াল রান

ময়নাগুড়ি ঃ অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটলো মঙ্গলবার। এদিন থেকে খুলে গেল ময়নাগুড়ি রোডের ফ্লাইওভার। জানা গিয়েছে, আপাতত ট্রায়াল রানের জন্য ফ্লাই ওভারের ওয়ান ওয়ে চালু করা হলো। এদিন সবুজ পতাকা দেখিয়ে শুরু হয় যান চলাচল। ফ্লাইওভার দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর খুলে যাওয়ায় খুশি গাড়ি চালকসহ স্থানীয় বাসিন্দারা।

জমি জটের কারণে সেই কাজ দীর্ঘদিন থমকে থাকে ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ

জলপাইগুড়ি ঃ জানা যায়, ২০১২ সালে ময়নাগুড়ি রোডে এই ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু জমি জটের কারণে সেই কাজ দীর্ঘদিন থমকে থাকে। সমস্ত জট কাটিয়ে দ্রুতগতিতে চলে ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ। মঙ্গলবার থেকে ট্রায়াল রানের জন্য ফ্লাইওভার খুলে দেওয়া হয় সকলের জন্য। জানা যায় এই ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য প্রায় ৮৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। ময়নাগুড়ি রোড এলাকায় নির্মিত এই ফ্লাইওভারটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১.২ কিলোমিটার। যদিও ফ্লাইওভার এর ছোট ছোট কিছু কাজ বাকি রয়েছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। তবে ট্রায়াল রান শেষ হওয়ার পর ফ্লাইওভারের খামতি বিষয়গুলি পরীক্ষা করে আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করা হবে। তবে ময়নাগুড়ি রোড এলাকায় এই ফ্লাইওভার ট্রায়াল রানের জন্য হলেও খুলে দেওয়ায় খুশি সেই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা সহ জাতীয় সড়ক ধরে যাতায়াতকারী গাড়ির চালকরা।

কেন্দ্র সরকারের রোড সেফটি বিলের বিরোধিতা করে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে আন্দোলনে সামিল হল বিজেপির শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় জনতা মজদুর ইউনিয়ন

মালদা ঃ কেন্দ্র সরকারের রোড সেফটি বিলের বিরোধিতা করে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে আন্দোলনে সামিল হল বিজেপির শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় জনতা মজদুর ইউনিয়ন। মঙ্গলবার সকাল থেকেই পুরাতন মালদার ব্লকের কোর্ট স্টেশন সংলগ্ন ইন্ডিয়ান অয়েল ডিপোতে কর্মবিরতি ডাক দেন দুই শ্রমিক সংগঠনের ট্রান্সপোর্টের চালক এবং খালাসীরা। ফলে সকাল থেকেই এদিন ব্যাহত হয়ে পড়ে পুরাতন মালদার ইন্ডিয়ান অয়েল ডিপোর বাণিজ্যিক কাজকর্ম। রোড সেফটি আইনের প্রথম থেকেই প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিল তৃণমূলের গাড়ির চালক খালাসীদের সংগঠন বিপিসিএলের সদস্যরা। আর এদিন তৃণমূলের এই কর্মবিরতির প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হন বিজেপির শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় জনতা মজদুর ইউনিয়নের সদস্যরা। তৃণমূলের আইএনটিটিইউসি পরিচালিত চালক ও খালাসীদের সংগঠন বিপিসিএলএর মালদার সম্পাদক শোভন গাঙ্গুলী জানিয়েছেন , বিভিন্ন ভারী যানবাহন চালকদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নতুন একটি আইন আনতে চলেছে, তাতে গাড়ির ধাক্কায় দুর্ঘটনায় কেউ মারা গেলে চালক এবং খালাসীর ১০ বছরের জেল ও ৬ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হবে । কোনও গাড়ি চালক কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্ঘটনা ঘটায় না । বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা অনেক সময় ঘটে যায়। কিন্তু তা বলে কেন্দ্র সরকার যে আইন আনতে চলেছে তাতে কোনও চালক ও খালাসির পক্ষে গাড়ি চালানো সম্ভব নয়। নিজেদের বিপদ কেউ ডেকে আনতে চায় না । কেন্দ্রের এই বিলের প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন ইন্ডিয়ান অয়েল ডিপোতে কর্মবিরতি ডাকা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

আমিরাতের মধ্যস্থতায় রাশিয়াইউক্রেন বন্দি বিনিময়

প্রায় পাঁচ মাস পর রাশিয়া ও ইউক্রেন আবার যুদ্ধবন্দি বিনিময় করেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত আরো মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছে। রাশিয়ার হামলার মোকাবিলা করতে পশ্চিমা বিশ্বের কাছে আরো সহায়তা চাইছে ইউক্রেন। প্রায় দুই বছর আগে ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলা শুরুর পর থেকে দুই দেশের মধ্যে বোঝাপড়ার তেমন উদাহরণ দেখা যায় নি। তুরস্কের মধ্যস্থতায় কিছু সময়ের জন্য কৃষ্ণ সাগরের মাধ্যমে খাদ্যশস্য রপ্তানি এবং মাঝেমধ্যে ছোট আকারে যুদ্ধবন্দি বিনিময় ঘটেছে। এবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যস্থতায় বুধবার ইউক্রেন ও রাশিয়া আবার বন্দি বিনিময়ের ঘোষণা করেছে। গত প্রায় পাঁচ মাসের বিরতির পর দুই পক্ষই দুইশোরও বেশি বন্দি বিনিময় করেছে। তবে কোনো পক্ষই এখনো আটক যুদ্ধবন্দিদের মোট সংখ্যা প্রকাশ করে নি। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইউক্রেন রুশ সামরিক বাহিনীর ২৪৮ জনকে ফেরত পাঠিয়েছে। অন্যদিকে ইউক্রেন ২৩০ জনকে

ফেরত পেয়েছে, যাদের মধ্যে ২২৪ জন সৈন্য ও চার জন বেসামরিক মানুষ আছেন। যুদ্ধের সূচনার পর থেকে এক ধাক্কায় এত বেশি সংখ্যক বন্দি বিনিময় ঘটে নি বলে এখনো পর্যন্ত জানা গেছে। কিয়েভ ও মস্কো আলাদা ভিডিওতে বন্দিদের প্রত্যাবর্তনের দৃশ্য প্রকাশ করেছে। আমিরাতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মস্কো ও কিয়েভের সঙ্গে শক্তিশালী বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের জন্যই সে দেশ বন্দি বিনিময়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করতে পেরেছে। আমিরাত দুই পক্ষের উদ্দেশ্যে আরো মানবিক উদ্যোগ ও যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ সমাধানসূত্রের প্রস্তাব দিয়েছে। ইউক্রেনের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা এইচইউআর-এর প্রধান কুরিলো বুদানভ সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরাসরি ভূমিকা স্বীকার করে বলেন, অনেককাল পর কঠিন বন্দি বিনিময় সম্ভব হলো। প্রেসিডেঃট ভোলোদিমির জেলেনস্কি দিনটিকে ইউক্রেনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বর্ণনা করে বন্দি বিনিময়ের আরো উদ্যোগের অঙ্গীকার করেন। রাতের ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, যত বেশি সংখ্যক রুশ নাগরিককে আটক করা যাবে, বন্দি বিনিময় সংক্রান্ত আলোচনা ততই কার্যকর হবে। যুদ্ধবন্দি বিনিময় সত্ত্বেও দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে। ইউক্রেনের পূর্বে আভদিভকা শহরে রাশিয়া গত কয়েক মাস ধরে লাগাতার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। বুধবার সেখানে চারটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ঘটেছে বলে স্থানীয় এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন। রাশিয়ার বেড়ে চলা হামলার মুখে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি পশ্চিমা বিশ্বের উদ্দেশ্যে সহায়তা চালু রাখার আবেদন জানিয়েছেন। তবে মার্কিন কংগ্রেসে রাজনৈতিক বিবাদের কারণে ইউক্রেনের জন্য প্রস্তাবিত বিশাল সহায়তা আটকে থাকায় তিনি অসহায় বোধ করছেন। নিজে ওয়াশিংটন সফর করেও জেলেনস্কি সেই বিবাদের জট ছাড়াতে পারেন নি। মার্কিন সামরিক সহায়তা দ্রুত চালু না হলে যুদ্ধক্ষেত্রে ইউক্রেনের সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। বিশেষ করে আকাশপথে রাশিয়ার হামলা মোকাবিলা করতে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের গোলাবারুদ কমে আসায় ভবিষ্যতে প্রতিরক্ষার ক্ষমতা কমে যেতে পারে। এক সামরিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, রাজধানী কিয়েভ শহরে আরো কয়েকটি শক্তিশালী হামলা প্রতিহত করার জন্য যথেষ্ট গোলাবারুদ অবশিষ্ট রয়েছে। সের্গেই নাইয়েভ নামের ওই কমান্ডারের মতে, পশ্চিমা বিশ্ব থেকে নতুন করে সরবরাহ শুরু না হলে সেই রক্ষাকবচ অচল হয়ে পড়বে। রাশিয়া ইউক্রেনের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম অকেজো করার জন্য জোরালো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।

পশ্চিমবঙ্গে ইডির তদন্তকারীদের ওপর হামলার নজিরবিহীন ঘটনা

দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করতে সন্দেশখালিতে গিয়ে ইডির কর্মকর্তারা আক্রান্ত। সংবাদ সংগ্রহ করতে যাওয়া সাংবাদিকদেরও মারধর করা হয়।

বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় মনে করছেন, সাংবিধানিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়ার কারণেই এমন ঘটনা ঘটেছে। ভয়ংকর ঘটনা ঘটলো পশ্চিমবঙ্গে। ইডির কর্মকর্তারা শুক্রবার সকাল সাতটা নাগাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে তৃণমূলের যুব নেতা শাহজাহান শেখের বাড়িতে তল্লাশি করতে যান। রেশন দুর্নীতির তদন্ত করতে গেছিলেন তারা। সঙ্গে কেন্দ্রীয় বহিনীও ছিল। শাহজাহানের বাড়িতে গিয়ে ডাকাডাকি করলেও তার সাড়া পাওয়া যায়নি। তখন তারা দরজা ভাঙতে যান। সেসময় তাদের ঘিরে ধরে মারধর করা হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ধাক্কা মারতে মারতে সরিয়ে দেয়া হয়। ইডির সহকারী ডিরেক্টর রাজকুমার রামের মাথা ফাটে। তার সিটি স্ক্যান করা হয়েছে। আহত হয়েছেন অঙ্কুর ও সোমনাথ দত্ত।

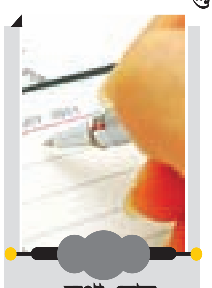

রূপা বোস
প্রাবন্ধিক

বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, শাহজাহানের প্রচুর অনুগামী ঘটনাস্থলে ভিড় করেন। তারা চিৎকার করতে থাকেন, মারমুখি হয়ে ওঠেন। ইডি, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও সাংবাদিকদের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। ইডি কর্মকর্তাদের গাড়ির সামনের, পিছনের এবং পাশের কাচ ভেঙে দেয়া হয়েছে। ইডির কর্মকর্তাদের পুরো ঘিরে ফেলা হয়। তাদের গ্রামের বাইরে ভাগিয়ে দেয়া হয়। ইডির আধিকারিকরা সন্দেশখালি থানায় যান।

ভিডিওতে দেখা গেছে, কেন্দ্রীয় বাহিনী

শাহজাহানের বাড়ির তালা ভাঙতে গিয়েছিলেন। কোলাপসিবল গেটে তালা লাগানো ছিল। কেন্দ্রীয় বহিনীর সদস্যরা লোহার রড দিয়ে, বাঁশ দিয়ে তালা ভেঙে গেট খোলার চেষ্টা করেন। তখনই শাহজাহানের অনুগামীরা হইহই করে রাস্তায় নেমে পড়েন। কেউ কেউ বাড়ির সামনে ইডির কর্মকর্তাদের গিরে ধরে মারধর শুরু করে। সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিকদেরও মারধর করা হয়েছে। নিউজ১৯'র সাংবাদিক অমিত জানিয়েছেন, সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের মারধর করা হয়েছে এবং গাড়ি ভাঙা হয়েছে। সিআরপিএফের সামনে এটা হয়েছে। তাকে ১০-১২ জন মিলে মাটিতে ফেলে ঘুষি, কিল মেরেছে। তাকে যখন তারা পাশে জলাশয়ে ফেলার জন্য উদ্‌যোগী হয়, তখন কেন্দ্রীয় বাহিনীর কয়েকজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করেন এবং গাড়িতে করে গ্রামের বাইরে পাঠিয়ে দেন।

ক্যামেরাম্যান বিপুলকেও মারা হয়। তাকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, লাথি, ঘুষি, মারা হয়েছে। হাত থেকে ক্যামেরা নিয়ে ভাঙা হয়েছে। মুখে, বুকে, পিঠে পেটে মারা হয়েছে। কোনোক্রমে তিনি প্রাণে বেঁচেছেন।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সন্দেশখলি প্রসঙ্গে বলেছেন, রাজ্যপাল কেন বলছেন না, পশ্চিমবঙ্গে সংবিধানিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে।

এরপরই রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেছেন, এই ধরনের বর্বরতাকে রুখতে হবে সরকারকে। সরকার দায়িত্ব পালন করতে না পারলে দেশের সংবিধান ব্যবস্থা নেবে। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারকে এই সহিংসতা রোধ করার দায়িত্ব নিতে হবে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে হবে। নাহলে ফল ভোগ করতে হবে।

কেন হবে?

প্রবীণ সাংবাদিক জয়ন্ত ভট্টাচার্য ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ‘‘এই ধরনের অরাজকতা আগে বিহার , উত্তরপ্রদেশে হতো। এখন সেখানে আর হয় না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে। কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটবে?'' জয়ন্তর মতে, ‘‘এর দায় রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলকে নিতে হবে। শুধু কেন্দ্রের উপর আঙুল তুলে অভিয়োগ করলে মানুষ আর বিশ্বাস করবে না।''

আরেক প্রবীণ সাংবাদিক শরদ গুপ্তা ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, ''এই ধরনের ঘটনা কখনোই বরদাস্ত করা যায় না। তদন্তকারীদের তদন্তে বাধা দেয়া যায় না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বারবার এই অভিয়োগ উঠছে। এটা তাই কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। খুবই খারাপ ও নিন্দনীয় ঘটনা।''

গাজার লড়াই কি এবার লেবাননেও ছড়াবে?

ক্যাথরিন শায়ের

হামাস নেতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার কথা বলেছেন লেবাননের শক্তিশালী মিলিশিয়া গোষ্ঠীর নেতা। যুদ্ধ কি এবার ছড়াবে?

বৈরুতের ৫৫ বছর বয়সি ব্যক্তির মতে, লেবাননের রাজধানীতে নিরাপত্তা বিষয়টিই আপেক্ষিক।

‘‘এই সপ্তাহে যে আক্রমণ হয়েছে, তার আগে থেকেই ইসরায়েলের বিমান মাথার উপর দিয়ে গেছে। কিন্তু মঙ্গলবারের আক্রমণ অনেক জোরালো মনে হয়েছে, কারণ, সেটা আবাসিক এলাকায় হয়েছে।'' এই ব্যক্তি যে ঘটনার কথা বলছেন, সেটি হলো একটি ড্রোন আক্রমণ, যার ফলে হামাসের শীর্ষস্থানীয় নেতা সালেহ আল আরৌরি মারা গেছেন। ইসরয়েল এখনো সরাসরি এই আক্রমণের দায় স্বীকার করেনি। তারা শুধু বলেছে, হামাস নেতারা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের মারা হবে।

৩০ বছর বয়সি এক শিক্ষক বলেছেন, ‘‘এই মুহূর্তে আমরা নিরাপদ আছি। কিন্তু পরের মুহূর্তে যে বোমা পড়বে না, তার কোনো গ্যারান্টি নেই।'' তবে এরপরেও বৈরুতের যে বাসিন্দাদের সঙ্গে ডিডাব্লিউ কথা বলেছে, তারা কেউই চান না, হেজবোল্লাহ ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করুক। নিরাপত্তার খাতিরে তারা সকলেই নিজের নাম গোপন রেখেছেন। তাদের বক্তব্য, তারা আঞ্চলিক যুদ্ধের পক্ষে নন। বৈরুতে ৪৫ বছর বয়সি খুচরা ব্যবসায় সহকারীর কাজ করা এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, ‘‘হেজবোল্লাহ ডেটারেন্ট হিসাবে কাজ করে। যার ফলে ইসরায়েল লেবাননে ঢুকতে পারে না।'' ডিডাব্লিউকে তিনি বলেছেন, ‘‘হেজবোল্লাহই তাদের সুরক্ষা দিতে পারে।''

কিন্তু একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘‘কেউই যুদ্ধ চায় না। আমি চাই হেজবোল্লাহ আরো সতর্ক থাকুক।''

হেজবোল্লাহ নেতা হাসান নাসরাল্লাহের ভাষণের দিকে সকলের নজর পড়েছে। বুধবার তিনি জানিয়েছিলেন, ইসরায়েল একটা ভয়ংকর ও বিপজ্জনক অপরাধ করেছে।

নাসরাল্লাহের মন্তব্যের ব্যাখ্যা করা কঠিন। হেজবোল্লাহনিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন এমন পর্যবেক্ষকদের মত হলো, ‘‘আগের ভাষণের তুলনায় তার কথার ভঙ্গি ছিল খুবই আগ্রাসী।'' আবার লেবাননের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদাল্লাহ হাবিব মনে করেন, ‘‘হেজবোল্লাহ এখনই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে না।'' তিনি মার্কিন চ্যানেল সিএনএনকে বলেছেন, ‘‘আমরা আশা করতে পারি, হেজবোল্লাহ নিজেদের কোনো বড় যুদ্ধে জড়াবে না। এর পিছনে প্রচুর কারণ হয়েছে। লেবাননে কেউই এখন যুদ্ধ চাইছে না।'' ২০০৬ সালে ইসরায়েলের সেনা ও হেজবোল্লাহ ৩৪ দিন ধরে লড়েছিল। প্রচুর ইসরায়েলি সেনাকে হেজবোল্লাহ অপহরণ করেছিল। লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন। এক হাজার মানুষ মারা যান। লেবাননের পরিকাঠামো খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের মধ্যে দিয়ে লড়াই শেষ হয়।

২০০৬এর পর থেকে হেজবোল্লাহ তাদের অস্ত্রভাণ্ডার বহুগুণে বাড়িয়েছে। তারা অত্যাধুনিক অস্ত্র জোগাড় করেছে। মার্কিন থিংক ট্যাংক ব্রুকিংস ইনস্টিটিউটের পররাষ্ট্র নীতি বিশেষজ্ঞ জেফরি ফেল্টম্যান বলেছেন, ''হেজবোল্লাহের কাছে এক লাখ ৫০ হাজার রকেট আছে। এর জন্যই ইসরায়েল ইরানের উপর সরাসরি আক্রমণ করতে পারে না। অথবা বলা যায়, ইরান আক্রান্ত হলে বড় ধরনের প্রত্যাঘাত করার ক্ষমতা তাদের আছে।''

হেজবোল্লাহর 'রেড লাইন'

২০০৬এর পর থেকে লেবাননের উত্তর সীমান্তে মাঝেমধ্যে রকেট আক্রমণ হয়। কারণ, দুই পক্ষই 'টিট ফর ট্যাট' বা 'ঢিল মারলে পাটকেল খেতে হবে' এই নীতি নিয়ে চলছে।

বেশ কয়েকমাস আগে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু হামাস নেতা আল আরৌরিকে হত্যার হুমকি দিয়েছিলেন। হমাসকে যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, জার্মানি, ইসরায়েল জঙ্গি সংগঠন বলে ঘোষণা করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় নাসরাল্লাহ বলেছিলেন, এই ধরনের হত্যাকে রেড লাইন হিসাবেই দেখা হবে। সীমান্তের একশ কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে হামাসের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত আবাসিক এলাকায় যেভাবে আল আরৌরিকে মারা হয়েছে, তাতে ওই রেড লাইন অতিক্রম করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

যুক্তরাজ্যের কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আমাল সাদ বলেছেন, ''সম্প্রতি যে ঘটনা ঘটেছে, তাতে ডেটারেন্স সংক্রান্ত ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে।''

তিনি মনে করেন, ''সেই ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে হেজবোল্লাহকে দ্রুত কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে। তারা ইসরায়েলকে খুব বেশি জায়গা দিতে পারবে না। কারণ, ইতিমধ্যেই ইসরায়েল ঘোষণা করেছে, তারা হামাস নেতাদের যেখানে সম্ভব মারবে।''

যদিও ইসরায়েল বলেছে, কাতার বা তুরস্কে গিয়েও তারা এই কাজ করতে পারে, তবে এটা হবে বলে মনে হয় না। কাতার পণবন্দিদের মুক্ত করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। আর তুরস্কের সঙ্গে সম্পর্ক আর খারাপ হোক, তা ইসরায়েল চাইবে না। তারা খুব সম্ভবত লেবাননেই এই কাজ করতে চাইবে।

আমাল সাদ বলেছেন, ''হেজবোল্লাহ খুব ভালো করে জানে, তারা যদি প্রত্যাঘাত না করে, তাহলে ইসরায়েল লেবাননে আরেকটি ফিলিস্তিনি টার্গেটে আঘাত করবে। দ্বিতীয়ত, তারা এটাও মনে করতে পারে, হেজবোল্লাহ দুর্বল হয়ে গেছে। তার মতে, হেজবোল্লাহকে খুব সতর্ক হয়ে এমনভবে আক্রমণ করতে হবে, যার ফলে ইসরায়েল যেন খুব বেশি বিব্রত না হয় এবং আরো বেশি করে প্রত্যাঘাত করে।''

লেবাননের সংবাদপত্রের সম্পাদক অ্যান্টনি সামরানি সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছেন, ''৮ অক্টোবরের পর থেকে হেজবোল্লাহ এরকম অবস্থায় আর পড়েনি। তারা কিছু না করলে ইসরায়েল আরো বেশি করে আক্রমণ করতে পারে। আর তারা যদি খুব জোরালো প্রতিক্রিয়া দেখায়, তাহলে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে।''

© Bilal Hussein/AP Photo/picture alliance

সাময়িকী

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অজানা কিছু কথা

স্বামী বিবেকানন্দ শিবের অবতার ছিলেন।তাঁর মা ভুবনেশ্বরী দেবী বীরেশ্বর শিবের আরাধনা করে তাঁকে লাভ করেছিলেন তাই তাঁর নাম রেখেছিলেন বীরেশ্বর ওরফে বিলে।বিলে যখন খুব উৎপাত করতো মা ভুবনেশ্বরী শিব শিব বলে তাঁর মাথায় জল ঢালতেন তখন তিনি শান্ত হলেন।ভগবান রামকৃষ্ণ দেব নরেন কে সপ্তর্ষি মণ্ডলের প্রধান ঋষি বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথ কে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন ও তাঁর সব তর্ক,যুক্তি ও সংশয় দূর করেছিলেন।নরেন্দ্রনাথ ২৪ বছর বয়সে মহাত্মা বুদ্ধ ও আদি শঙ্করাচার্য্যের মত সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।তাঁদের সাথে স্বামী বিবেকানন্দের সমানতা ছিলো।স্বামী বিবেকানন্দ পায়ে হেঁটে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পরিভ্রমন করে ভারতবর্ষ কে আবিষ্কার করেছিলেন।তিনি ভারত ভ্রমন কালে বিবিদিশানন্দ নামে পরিচিত ছিলেন।ধর্ম মহাসভায় যাওয়ার আগে রাজা অজিত সিং তাঁকে বিবেকানন্দ নাম দিয়ে ছিলেন।স্বামী বিবেকানন্দ কে বাঙালিরা নয় দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাসী ভক্তেরা চাঁদা করে হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি রূপে আমেরিকার চিকাগো শহরে পাঠিয়ে ছিলেন।বোম্বাই থেকে আমেরিকায় যাওয়ার সময় জাহাজে জামশেদজী নসরবাঞ্জি টাটা সাহেবের সাথে পরিচয় হয়েছিলো।স্বামীজীর প্রেরণাতে টাটা সাহেব ভারতে শিল্পের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় সনাতন হিন্দু ধর্ম ও ভারত বর্ষ কে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।স্বামী বিবেকানন্দ স্বাধীনতা আঃেদালনের পিতামহ ছিলেন।স্বামী বিবেকানন্দ কে বাদ দিয়ে ভারত বর্ষ কে ভাবা যায় না ও জানা যায় না।বিশ্ব জয় করে যখন দেশে তিনি ফিরে এসেছিলেন তখন দেশে তথাকথিত কোনো বাঙালিরা তাঁকে মালা পরায় নি,কোন সন্মান সভা করেন নি।আজ আমরা বাঙালীদের বিবেকানন্দ বলে গর্ব করি।স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা মৃত্যু ছিলো।তিনি দেহ রাখার আগে পাঁজি তে তাঁর শিষ্য কে দিয়ে লাল কালি দিয়ে ১৯০২ সালের ৪ জুলাই দাগ কাটিয়ে নিয়ে ছিলেন।বিশ্ব বিখ্যাত সন্ন্যাসী ও ভারত আত্মার মৃত্যু দিনের খবর কোনো সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় নি।তিনি বেশ কয়েকটি গম্ভীর রোগে আক্রান্ত ছিলেন কিন্তু প্রচন্ড আত্ম বিশ্বাসী,দৃঢ় চেতা,তেজস্বী,হাজির জবাবী,দেশ ভক্ত,মানব প্রেমী,বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন তিনি।তিনি ঘোড়া য় চড়া, অস্ত্র চালানো,যোগ ব্যায়াম সব কিছু জানতেন।তিনি একজন ভালো রাঁধুনি ছিলেন।খুব ভালো রান্না করতে পারতেন।তিনি একজন ভালো গায়ক ও ছিলেন।তিনি মধুর গান শুনিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ কে খুশি করতেন।তিনি গান রচনা ও করতেন।তিনি একজন ভালো বক্তা ছিলেন।বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি বিশ্ব জয় করেছিলেন।

এমনি অচেনা ও অজানা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

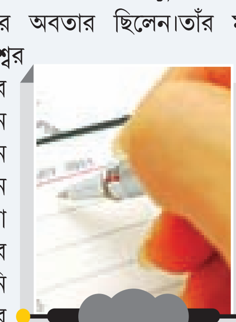

সুনীল কুমার দে
প্রাবন্ধিক

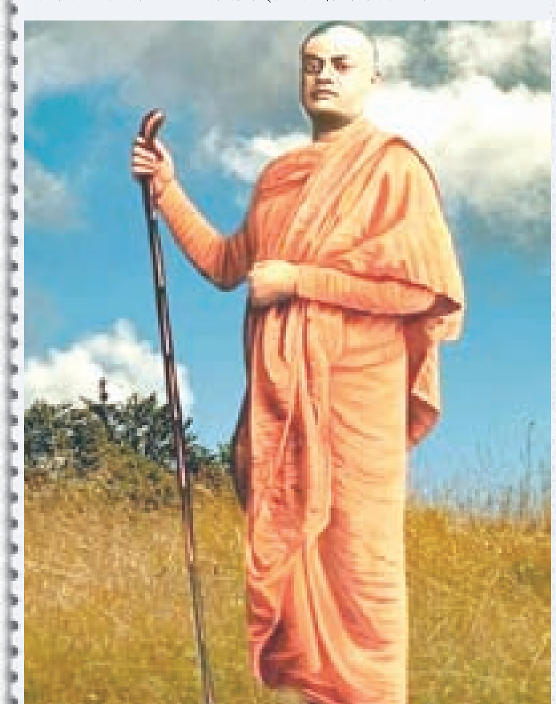

জানা অজানা

মহা তীর্থ মুক্তেশ্বর ধাম পুস্তকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে

স্বনাম ধন্য বর্তমানে খ্যাতিমান কবি ,সাহিত্যিক ,সমাজসেবী শ্রদ্ধেয় শ্রী সুনীল কুমার দে রচিত মহা তীর্থ মুক্তেশ্বর ধাম পুস্তকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কারণ হরিনা মুক্তেশ্বর ধাম ঝাড়খণ্ডের বিখ্যাত শিবধাম যা মহা তীর্থ মুক্তেশ্বর ধাম নামে খ্যাত এবং আমরা আঞ্চলিক ভাষায় বুড়াবাবার ধাম বলে থাকি।ঝাড়খণ্ডের এক নির্জন স্থান, যেখানে একসময় জনবসতি বিহীন ছিল ।সেই পরম শান্তিপ্রিয় নির্জনে ভোলা মহেশ্বর এর আবির্ভাব ও মাহাত্ম্য কথা অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যা এতদিন বিভিন্নজনের কাছে ভিন্ন ভিন্ন মতে সীমাবদ্ধ ছিল আজ তা পুস্তক রূপে সাহিত্য জগতকে উপহার দিলেন এবং অজানা অনেক কাহিনী ও ঘটনাএই পুস্তকের মধ্যে সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন ইতিপূর্বে আরও এক ঐতিহাসিক পুস্তক কাপড় গাদি ঘাটের রংকনী মা নামে পুস্তক রচনা করেছেন যা ভক্ত মহলে ও ভ্রমণকারীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এছাড়াও যুগো পুরুষ বিনয় দাস বাবাজি নামক জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন ৩০ শে মার্চ ২০২৩ এ। ইতিহাস রচনা করা এত সহজ কথা নয়, বলতে গেলে অত্যন্ত দুঃসাহসিক কাজ দাদা কয়েক মাসের মধ্যে তিন তিন ঐতিহাসিক পুস্তক প্রকাশিত করে ইতিহাস রচনা করলেন। এছাড়াও নিত্য নতুন অতি সরল ভাবভঙ্গী দিয়ে সমৃদ্ধশালী লেখনি ,প্রত্যহ বিভিন্ন পত্রিকায় ও পুস্তকের প্রকাশিত হয়েই চলেছে। অগাধ জ্ঞানের ভান্ডারে পরিপূর্ণ, ধর্ম বিপ্লবী, ত্যাগী, মানবপ্রেমী, স্নেহ ভালবাসায় পরিপূর্ণ হৃদয়, বিজ্ঞানভিত্তিক বিচার ও ধর্মকেন্দ্রিক মন তাঁর। এ কথা শুধু আমারই কথা নয় বিভিন্ন পাঠকের নিজস্ব বিচারগুলোকে তুলে ধরেছি এবং উনার রচিত পুস্তক পড়লেই বোঝা যাবে। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব রয়েছে যা অল্প কথায় মূল্যায়ন করা যাবে না তাই বলতে পারি যে এক ঘটি জল থেকে মাত্র এক চামচ জল তোলা হবেএছাড়া আর কিছু নয়।

পাঠকের চিঠি

লটারি জেতার নামে প্রতারনার ফাঁদ

ভানু পেলো লটারি' সিনেমার নাম হয়তো অনেকেরই জানা। বা টিভির পর্দায় হয়তো তা অনেকেই সিনেমাটি দেখেছেন। লটারি জেতার স্বপ্ন সকলেরই থাকে।লটারি জিততে পারলে হয়তো আকাঙ্ক্ষিত অনেক স্বপ্ন পূরণ হবে। কিন্তু সেই লটারি জেতার নামে যদি কোনো প্রতারণা চক্র চলে তবে সেই প্রতারণা চক্রে পা দিলেই সর্বশান্ত হবার একটি বড় আশঙ্কা থেকে যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় কারো কারো মোবাইলে এমন ধরনের মেসেজ আসে যেখানে বলা হয় আপনি এতো টাকা জিতেছেন। শুধুমাত্র রেজিস্ট্রেশন বাবদ এতো টাকা ডিপোজিট করলেই আপনার লটারি জেতার টাকাটি সরাসরি আপনার ব্যাঙ্ক আক্যাউন্টে ট্রান্সফার হয়ে যাবে।সেক্ষেত্রে অনেকে লটারি জেতার আনন্দে রেজিস্ট্রেশন ফিও জমা করেন সাথে সাথে আর নিজের ব্যাঙ্ক আক্যাউন্ট ডিটেল্‌সও দিয়ে দেন।সেক্ষেত্রে প্রতারকদের হাতে অনেকেই প্রতারিত হন। সেক্ষেত্রে লটারি জেতার টাকাটি তো পানই না বরং রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ যে টাকাটি জমা করেছেন সেটিও হাতছাড়া হয়। সেক্ষেত্রে আরও সতর্কতার প্রয়োজন। মনে রাখবেন,আপনার কষ্টার্জিত টাকাটি যেন বিফলে না যায়।

শংকর সাহা, দক্ষিণ দিনাজপুর।

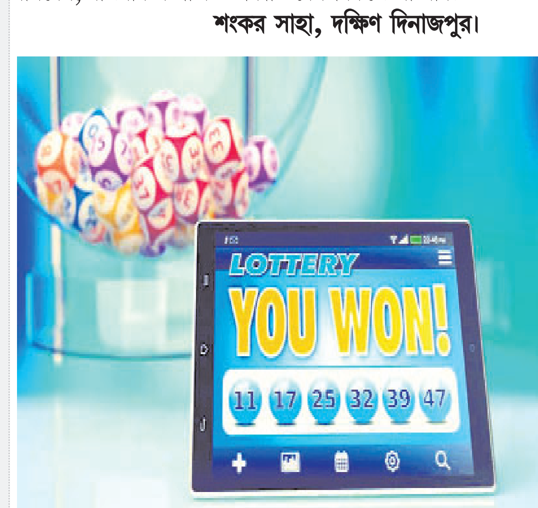

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনের প্রচার ঘিরে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়ার পর বাকি থাকা ২২ টি আসনই বিজেপির দখলে যাবে বলে আশা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

খদিন চারটি জন সভায় অংশ নিয়ে দুই দিনে সাতটি কেন্দ্রে ব্যাপক প্রচার অব্যাহত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে প্রচার অভিযান শুরু করার প্রথম দিন তিনটি কেন্দ্রে ব্যাপক প্রচার চালিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন ২৮ টি কেন্দ্রের মধ্যে ২৫ টির অধিক কেন্দ্র দখল করবে বিজেপি। এরমধ্যে ৬ টি কেন্দ্রে বিজেপি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। তবে গত দুদিন ধরে ডিমা হাসাও জেলায় সাধারণ মানুষ থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়ার পর এবার বাকি থাকা ২২ টি আসনই বিজেপির দখলে যাবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত আগামী ৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক রাজনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য বিজেপি সভাপতি ছাড়াও সরকারের ১০-১২ জন মন্ত্রী ইতিমধ্যে ডিমা হাসাও নির্বাচনের প্রচার অভিযানে অংশ নিয়েছেন। মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার ১০ দিনের প্রচার অভিযান অব্যাহত রেখেছেন। তাছাড়া প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য দুজন করে বিধায়ক নিযোগে করেছে রাজ্য বিজেপি। তবে শাসক পক্ষের এই ধরনের তৎপরতাকে দলটির ভয় বলে অভিহিত করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি রিপুণ বরা। কিন্তু এরই মধ্যে গতকাল মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডিমা হাসাও জেলায় প্রচার অভিযান শুরু করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়েছেন। আগামীকালও একইভাবে প্রচার অভিযানের অংশ হিসেবে বিভিন্ন জনসভায় অংশগ্রহণ করবেন তিনি।

বৃহস্পতিবার প্রচার অভিযানে অংশ নিয়ে এক জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে বিজেপি ৬ টি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। কোন ধরনের প্রতিযোগিতা ছাড়াই ৬ জন ইতিমধ্যে নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। এবার বাকি রয়েছে ২২ টি আসন। এই ২২ টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু বিজেপি এই ২২টি আসনেই জয়লাভ করবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। ডিমা হাসাও জেলার সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। জেলাটির একাধিক কেন্দ্রের অতিরিক্ত ৫০০ পরিবারকে অরুণোদয় এবং রেশন কার্ড দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী প্রচারে যাওয়া তিনটি কেন্দ্রের সাধারণ জনতার জন্য এই ঘোষণা করেছেন। তাছাড়া তিনি সড়ক নির্মাণ করার জন্য ডিমা হাসাও জেলার এই তিনটি কেন্দ্রে ১০ কোটি টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন হাফলং মহাবিদ্যালয় সহ রাজ্যের বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় অধ্যানরত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১০ হাজার টাকা করে স্কলারশিপ দেওয়া হবে। তিনি বলেন এই এলাকা থেকে যেই ছাত্রছাত্রীরা গুয়াহাটি, মনিপুর, দিল্লিতে অধ্যয়ন করবে তাদের ব্যাংক একাউন্টে বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা করে জমা করে দেওয়া হবে। তাছাড়া মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের জন্য একটি করে স্কুটি তার তরফ থেকে পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাছাড়া পুলিশে নিযুক্তির ক্ষেত্রে ডিমা হাসাও এর যুবকযুবতীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যেই যুবক যুবতীরা পুলিশ হতে চান তাদের এবার প্রস্তুত হতে হবে। কারণ আগামী মে মাসে পুলিশের নিযুক্তির জন্য দৌড় আযোজন করা হবে। তবে এর আগে জেলার পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেওয়া হবে যাতে তিনি স্থানীয় যুবকযুবতীদের এক্ষেত্রে ভালো প্রশিক্ষণ দিতে পারেন। একইসঙ্গে পুলিশের চাকরি যাতে স্থানীয় যুবকযুবতীরা পান সেক্ষেত্রে কতটুকু করণীয় সবই করবেন, তিনি সব ধরনের সাহায্য করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

টুকরো খবর

বন দফতরের গাফিলতিতে ৪০ ঘণ্টার লড়াইয়ের পরে হাতির মৃত্যু

জামশেদপুর ঃ বুধবার রাত দশটার দিকে সেরাইকেলাখারসাওয়ান জেলার নিমডিহ থানার অন্তর্গত আন্ডা গ্রামে একটি হাতি পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি হাতি কূপে পড়ে যায়। বন বিভাগের পক্ষ থেকে উদ্ধার অভিযান চালানো হলেও বন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গাফিলতি ও কম বুদ্ধিমত্তার কারণে হাতিটি মারা যায়। প্রায় ৪০ ঘণ্টা জীবন সংগ্রাম করতে গিয়ে হাতিটি মারা গেলে গ্রামবাসীরা প্রশ্ন তুলছেন এর জন্য দায়ী কে? এই ৪০ ঘন্টায় হাতিটি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছিল। কূপে পড়ে হাতি গুরুতর আহত হয়। সেই সঙ্গে ৩০ ফুট গভীর কূপের ভেতরে নিঃশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। হাতিটিকে বাঁচাতে উদ্ধার অভিযান চলাকালে বন দফতরের কয়েকজন কর্মী মদ্যপানে ছিলেন। একই সময়ে, স্যুট এবং বুট পরিহিত কিছু অফিসার এবং কর্মী হাতির মৃত্যুর দর্শক হয়ে রইলেন। জানিয়ে রাখি, যে কূপে মহিলা হাতি পড়েছিল, তার কাছেই জেসিবি মেশিন দিয়ে মাটি কেটে পথ তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু, কূপের নিকটবর্তী এলাকা প্রশস্ত করা হয়নি। কূপের কাছে আরও তিন ফুট মাটি কাটা দরকার। কিন্তু মাটি না সরিয়ে মানুষ হাতিটিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে যায়, তা সত্ত্বেও তা বের হতে পারেনি। এরপর শেষ পর্যন্ত জেসিবি মেশিন দিয়ে টেনে তোলার চেষ্টা করা হয়। এ কারণে হাতিটি কূপের দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ঘাড় দুমড়ে মুচড়ে যায়। আবার অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে এবং মারা যায়। হাতির মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, হাতির মৃত্যুর জন্য বন দফতরের আধিকারিকরাই দায়ী। চাণ্ডিল রেঞ্জার ম্যানেজার মির্ধা হাতির মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। একই সময়ে, চান্ডিলের প্রথম শ্রেণীর পশুচিকিৎসা আধিকারিক, ডাঃ বিষ্ণু শরণ মাহাতো এবং নিমডিহের প্রথম শ্রেণীর পশুচিকিৎসা আধিকারিক, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদও আন্ডা গ্রামে পৌঁছে ছিলেন। বনাঞ্চল আধিকারিক জানান, হাতিটিকে উদ্ধার করে প্রাণ বাঁচাতে সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সাফল্য পাননি। এখন ময়নাতদন্ত করে শেষকৃত্য করা হবে।

কংগ্রেসকে লাগে রাহো মুন্না ভাই বলে কটাক্ষ করে দলটি শুধুমাত্র টাউন এলাকায় ব্যস্ত রয়েছে বলে মন্তব্য এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমলের

রাহুল গান্ধী অসমে ভারত জোড়া ন্যায় যাত্রা করে কোনো লাভ হবে না

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক বিরোধী উভয় পক্ষের প্রতিটি দল নিজস্বভাবে প্রচার অভিযান তথা প্রস্তুতি অব্যাহত রেখেছে। এরই মধ্যে এআইইউডিএফ ধুবড়ি, নগাঁও এবং করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রকে লক্ষ্য হিসেবে নিয়ে নিজেদের রণকৌশল ইতিমধ্যে প্রস্তুত করে নিয়েছে। তবে কংগ্রেস শুধুমাত্র টাউন এলাকায় প্রচারে ব্যস্ত রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল। ফলে কংগ্রেসকে লাগে রাহো মুন্না ভাই বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে বিভিন্ন এলাকায় অনবরত ভাবে প্রচার চালাচ্ছেন স্থানীয় সাংসদ বদরুদ্দিন আজমল। এই ধারা অব্যাহত রেখে বৃহস্পতিবার বরপেটা জেলার অন্তর্গত বাঘবড়ে আযোজিত এক জনসভায় অংশ নিয়েছেন তিনি। এরপরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় এআইইউডিএফ সভাপতি বলেন কংগ্রেস বর্তমান শুধুমাত্র টাউন এলাকায় ব্যস্ত রয়েছে। শহর অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের নিয়ে প্রচার অব্যাহত রেখেছে কংগ্রেস। দলটি গ্রামের দিকে নজর দিচ্ছে না। তবে এটা ভালো ভালো হয়েছে। কংগ্রেসকে লাগে রাহো মুন্না ভাই বলে কটাক্ষ করে তিনি বলেন এআইইউডিএফ নিশ্চিন্ত মনে গ্রামে নিজেদের প্রচার চালিয়ে যাবে। অসমে রাহুল গান্ধীর প্রস্তাবিত ভারত জোড়া ন্যায় যাত্রা সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল বলেন এক্ষেত্রে দলটির কোনো লাভ হবে না। কারণ এর

আগেও রাহুল গান্ধী সারা ভারতে এভাবে যাত্রা করে ঘুরেছেন। কিন্তু ভোটের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের কোনও লাভ হয়নি। সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন নেহেরু বংশের রাহুল গান্ধী এলে রাজ্যের চমক সৃষ্টি হবে। সাধারণ জনতার চোখে একজন নায়ক এসেছেন এই মনে হবে। রাহুল গান্ধী যেখানে থাকবেন সেখানে ভিড় সৃষ্টি হবে লোক জড়ো হয়ে তাকে একবার দেখতে চাইবেন। ব্যাস এতোটুকুই। তার থেকে বেশি কিছু নয়। ভোটের ক্ষেত্রে রাজ্যে রাহুল গান্ধীর প্রস্তাবিত ভারত জোড়া ন্যায় যাত্রার কোনো সুফল কংগ্রেস পাবেনা বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।

অন্যদিকে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অধিকাংশ নেতার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার গোপন বোঝাপড়া রয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি। তিনি বলেন ফলে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী কংগ্রেস উজান অসমকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করে নিম্ন অসম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ নিম্ন অসমে কংগ্রেসের প্রার্থীর মাধ্যমে এই সম্পূর্ণ এলাকার সংখ্যালঘু ভোট বিভাজনের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে লাভান্বিত হবে বিজেপি। এর জন্যই ইচ্ছাকৃতভাবে নিম্ন অসমে সংখ্যালঘুদের ভোট আয়ত্তে নিতে চাইছে কংগ্রেস। অর্থাৎ কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে স্বাভাবিকভাবে সংখ্যালঘুদের ভোট বিভাজন হয়ে যাবে। এর মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির রাস্তা পরিষ্কার করতে চাইছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন সাংসদ বদরুদ্দিন আজমল।

একদিকে এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল ধুবড়িতে নিজের প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন অন্যদিকে তার নির্দেশে দলের অন্যান্য নেতারা নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে ব্যাপক প্রচার অব্যাহত রেখেছেন। এদিন নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে প্রচার অভিযানে ব্যস্ত থাকা বরাক উপত্যকার সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া বলেন দলের সুপ্রিমোর নির্দেশ অনুযায়ী তারা এই কেন্দ্রে প্রচার চালাচ্ছেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ধুবড়ি, নগাঁও এবং করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে এআইইউডিএফ এর জয় নিশ্চিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মাতাজী আশ্রম দ্বারা আয়োজিত আল্পনা,মেহেদী,শঙ্খধ্বনি ও মুজিক্যাল চেয়ার প্রতিযোগিতার পরিনাম ঘোষিত, পুরস্কার বিতরন ১২ ই জানুয়ারী তে করা হবে

পোটকা ঃ মাতাজী আশ্রম হাতাতে বিগত ৩ রা জানুয়ারী তে সারদা মায়ের ১৭১ তম শুভ জন্ম জয়ন্তী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধুমধামের সাথে পালন করা হলো।এই উপলক্ষে বিবাহিত ও অবিবাহিত মেয়েদের মধ্যে আল্পনা,মেহেদী,শঙ্খধ্বনি ও মুজিক্যাল চেয়ার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো যার ফলাফল নিম্নলিখিত,

১.আল্পনা প্রতিযোগিতা ঃ বিবাহিত মেয়েদের জন্য, ১.প্রথম, তনুশ্রী সাহু ২.দ্বিতীয়, সুমিতা দে ৩.তৃতীয়, রুবি মণ্ডল ৪.চতুর্থ, জবা সাহু

২.আল্পনা প্রতিযোগিতা ঃ অবিবাহিত মেয়েদের জন্য, ১.প্রথম, প্রিয়ঙ্কা দাস ২.দ্বিতীয়, সুস্মিতা পাল ৩.তৃতীয় , কিরণ কুমারী ৪.চতুর্থ, আরজু কুমারী

৩.শঙ্খধ্বনি প্রতিযোগিতা ঃ সবার জন্য, ১.প্রথম, বীথিকা মণ্ডল ২.দ্বিতীয়, মৌমিতা মণ্ডল ৩.তৃতীয়, জবা সাহু

৪. মেহেদী প্রতিযোগিতা ঃ বিবাহিত মেয়েদের জন্য, ১.প্রথম, মনীষা মণ্ডল ২.দ্বিতীয়, পূজা সাহু ৩.তৃতীয়, রুবি মণ্ডল ৪.চতুর্থ, সিয়া মিশ্র

৫.মেহেদী প্রতিযোগিতা ঃ অবিবাহিত মেয়েদের জন্য, ১.প্রথম ,অঞ্জু ভকত ও প্রিয়ঙ্কা দাস ২.দ্বিতীয়, তানিয়া গুপ্তা ৩.তৃতীয়, নিধি কুমারী

৬.মুজিক্যাল চেয়ার প্রতিযোগিতা ঃ সাধারণ ১.প্রথম, আরজু কুমারী ২.দ্বিতীয়, তানিয়া গুপ্তা ৩.তৃতীয়, কিরণ কুমারী

উক্ত সকল সফল প্রতিভাগীদের আগামী ১২ ই জানুয়ারী ২০২৪ শুক্রবার মাতাজী আশ্রম হাতাতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তী সহ রাষ্ট্রীয় যুব দিবস উপলক্ষে পুরস্কৃত করা হবে এই কথা মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে সুনীল কুমার দে জানিয়েছেন ও সবাই কে আসার আমন্ত্রণ দিয়েছেন।

দেরগাঁও এর ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের খবর নিতে যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে সফর স্বাস্থ্য মন্ত্রী কেশব মহন্তের

শোকে স্তব্ধ কামারবন্দার বচাভরুলুয়া গ্রামে বর্ণনাতীত পরিবেশ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গোলাঘাট জেলার কামারবন্দার বচাভরুলুয়া গ্রামে বর্তমান এক অসহনীয় পরিবেশ। দেরগাঁও ট্রেজেডির ভুক্তভোগী গ্রামবাসীর মুখের ভাষা হারিয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এরই মধ্যে দেরগাঁও এর ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের খবর নিতে যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে উপস্থিত হয়েছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী কেশব মহন্ত। তবে শুধুমাত্র হাসপাতালে নয় তিনি কামারবন্দার বচাভরুলুয়া গ্রামে এসে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করে তাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করার প্রচেষ্টা করেন।

এক অসহ্য অসহনীয় ট্রেজেডি। বর্ণনাতীত পরিবেশ। দেরগাঁও এর ভয়াবহ ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনার জেরে ইতিমধ্য তিনটি শিশু সহ প্রাণ হারিয়েছেন ১২ জন ব্যক্তি। তাছাড়া আহত ৩০ জনের অধিক ব্যক্তির চিকিৎসা অব্যাহত রয়েছে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের শারীরিক অবস্থা অতি গুরুত্ব হয়ে রয়েছে। গতকাল সংগঠিত গোলাঘাট থেকে বগীবিলের উদ্দেশ্যে যাওয়া পিকনিক দলটির বাসের সঙ্গে দেরগাঁও এলাকায় যোরহাটের দিক থেকে আসা কয়লা ভর্তি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে বর্তমান গোলাঘাট জেলার কামারবন্দার বচাভরুলুয়া গ্রামে কল্পনাতীত বেদনাদায়ক শোকাকুল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এক অভিশপ্ত দুর্ঘটনা গ্রামের অনেক পরিবারকে শেষ করে দিয়েছে।

গতকাল সংগঠিত ভয়াবহ ভয়ংকর এই সড়ক দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থল তথা গ্রামে ছুটে এসেছিলেন মন্ত্রী অতুল বরা, বিধায়ক মৃণাল শইকিয়া প্রমুখ। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে গতকাল রাতে যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে এসে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার সবিস্তার খতিয়ে দেখেছেন এডিজিপি আইপিএস হরমিত সিংহ। অবশেষে বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত এবং প্রাক্তন বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে এসে উপস্থিত হয়ে চিকিৎসাধীন দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছেন। তাছাড়া রোগীদের চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে হাসপাতালের পদক্ষেপ তথা অন্যান্য প্রযোজন অনুসারে করণীয় বিষয়গুলি সঠিকভাবে হয়েছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। এরপর তিনি কামারবন্দার বচাভরুলুয়া গ্রামে উপস্থিত হয়ে দুর্ঘটনায় আহত নিহত ব্যক্তিদের শোকাগ্রস্থ পরিবারের সদস্যদের পাশে এসে দাঁড়ান।

যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত বলেন এই দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের তিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছেন এবং যারা চিকিৎসাধীন হয়ে রয়েছেন তাদের তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়ার কামনা করছেন তিনি। গতকাল সকালে এই হাসপাতলে দুর্ঘটনার কবলে পড়া মোট ৩৫ জন ব্যক্তি এসেছিলেন। এর মধ্যে দুজন জীবিত অবস্থায় ছিলেন না। বাকি ৩৩ জনের মধ্যে একজন ওপিডির চিকিৎসা নিয়ে ছাড়া পেয়ে গেছেন। তাছাড়া ৩২ জনকে এখানে ভর্তি করানো হয়েছিল। তিনি বলেন এই ৩২ জনের মধ্যে চারজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এর মধ্যে দুজন গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে রয়েছেন। বাকি দুজন মহানগরের অন্য হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে উল্লেখ করেন তিনি।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত বলেন এরমধ্যে আরো দুজনকে যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সর্বমোট হাসপাতালে বর্তমান ২৪ জন ব্যক্তি চিকিৎসাধীন হিসেবে রয়েছেন। এই ২৪ জন চিকিৎসাধীন ব্যক্তির প্রতি জনের বিছানায় গিয়ে তিনি, বিধায়ক হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হাসপাতালের অধিক্ষক, প্রিন্সিপাল প্রত্যেকে খোঁজখবর নিয়েছেন। রোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়েছে। এমনকি রোগীর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেও বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আইসিওতে থাকা রোগীদের মধ্যে তিনজনের শারীরিক অবস্থা বর্তমান নরমাল। তবে একজন কিছুটা গুরুতর। ফলে গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে সিএম সেঃটারে ডাইরেক্টর ডাক্তার বসন্ত বৈশ্যকে ফোন করে তাকে এখানে আসার অনুরোধ অনুরোধ জানানো হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন এদিনই ডাক্তার বসন্ত বৈশ্য এখানে চলে আসবেন এবং আইসিওতে গুরুতর অবস্থায় থাকা সেই রোগীর চিকিৎসার কাজে নেমে পড়বেন। তাছাড়া বর্তমান চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে আগামীকাল হয়তো ছেড়ে দেওয়া হবে। অন্যদিকে গুয়াহাটিতে থাকা চারজন রোগীর অ্যাটেনডেন্স থাকা খাওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা করা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় জেলা কমিশনার বর্তমান যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালে রয়েছেন এবং প্রশাসনের মাধ্যমে দুজন ম্যাজিস্ট্রেটকে এখানের দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এবং বিভিন্ন দল সংগঠন শোকবার্তা প্রেরণ করার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিহত এবং আহত পরিবারদের জন্য আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সেটা গ্রামবাসীর দুঃখের এই বেদনাকে ভুলিয়ে দিতে পারছে না। সারা গ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে শুধু স্তব্ধতা এবং শোক। সাধারণভাবে গ্রামবাসীরা একে অপরের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে পারছেন না। গতকাল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো শুভঙ্কর শইকীয়া অধ্যায়ন করা বিদ্যালয়ে এদিন শোকের ছায়া নেমে পড়ে। অত্যন্ত মেধাবী শুভঙ্কর শইকীয়ার সহপাঠীরা কান্নায় ভেঙে পরার ফলে বিদ্যালয়ের পরিবেশ অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে উঠা পরিলক্ষিত হয়েছে। বহু পরিবারের বিভিন্ন সদস্য আহত এবং নিহত হওয়ার ফলে পরিবারের আত্মীয়স্বজনরা ব্যাপক সমস্যার মুখে পড়েছেন। কারণ আহতদের মৃত্যু হওয়া পরিবারের সদস্যদের নাম পর্যন্ত তারা বলতে পারছেন না। এভাবে মৃত্যুর খবর দিলে পরিস্থিতি অধিক অবনতি ঘটবে বলে আশংকা ব্যক্ত করে তারা বর্তমান নিরবে কান্নায় চোখের জল ভাসাচ্ছেন।

দুই দিনে সাউথ আফ্রিকাকে হারিয়ে টেস্টে ভারত এক নম্বরে

কেপটাউন ঃ মাত্র দুই দিনে শেষ হয়ে গেল ভারত ও সাউথ আফ্রিকার মধ্যে কেপটাউন টেস্ট ম্যাচ। দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারালো ভারত।

কেপটাউনের ভয়ংকর গতিময় পিচে পাঁচ দিনের টেস্ট দুই দিনে শেষ হয়ে গেল। প্রথম দিন পড়েছিল ২৩ উইকেট। দ্বিতীয় দিনে পড়লো ১০ উইকেট। সাউথ আফ্রিকাকে সাত উইকেটে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফেরালো ভারত। কেপটাউনে ভারত প্রথম জয় পেল।

পিচ থেকে খুবই সাহায্য পাচ্ছিলেন পেসাররা। বল লাফাচ্ছিল। মারাত্মক সুইংয়ে ব্যাটাররা বিভ্রান্ত হচ্ছিলেন। কাট করে বল দ্রুত ভিতরে ঢুকছিল। সাউথ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসে সিরাজ পেয়েছিলেন ছয় উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে বুমরাহ পেলেন ছয় উইকেট। সাউথ আফ্রিকার মার্করাম শতরান করলেও দলের রান ওঠে ১৭৬। মার্করাম ছাড়া আর কেউ ১২ রানের বেশি করতে পারেনি। প্রথম ইনিংসে তারা করেছিল ৫৫ রান।

ভারত প্রথম ইনিংসে ১৫৩ রান করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে তিন উইকেটে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ৮০ রান করে। যে টেস্ট ম্যাচে পাঁচদিন ধরে তিরিশ ঘণ্টা খেলা হওয়ার কথা ছিল, তা মাত্র সাড়ে নয় ঘণ্টায় শেষ হয়ে যায়। গতিময় উইকেট করে ভারতকে হারাবার কৌশল বুমেরাং হয়ে যায়। সাউথ আফ্রিকার ব্যাটাররা বুমরাহ, সিরাজ, মুকেশ কুমারের বলই খেলতে পারেননি।

এই টেস্ট জিতে ভারত আবার টেস্ট ক্রিকেটের তালিকায় এক নম্বরে উঠে গেছে। সাউথ আফ্রিকা নেমে গেছে দুই নম্বরে।

এই টেস্ট জেতার পর রোহিত শর্মা খুশি। তা সত্ত্বেও তিনি পিচের সমালোচনা করতে ছাড়েননি। ম্যাচের পর সাংবাদিক বৈঠকে রোহিত ছিলেন রীতিমতো আক্রমণাত্মক। তিনি বলেন, এই টেস্টে কী ভাবে পিচ আচরণ করেছে তা সকলেই দেখেছেন। আমাদের এই ধরনের পিচে খেলতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু একটাই কথা বলার আছে, এরপর কেউ যেন ভারতের পিচ নিয়ে কোনো কথা না বলেন।

রোহিত বলেছেন, সাউথ আফ্রিকার পিচে খেলাটা খুবই কঠিন। সবাই সেই কঠিন পরীক্ষা দিতেই আসে। তেমনই ভারতের পিচে খেলাও কঠিন তো হতেই পারে। ভারতের পিচে প্রথম দিন থেকে বল ঘুরলে কেন অন্যদের এত সমস্যা হয়, কেন সমালোচনা হয়, সাউথ আফ্রিকার পিচ নিয়ে তো সেরকম কথা হয় না।

আইসিসি ও ম্যাচ রেফারিদের পিচ নিয়ে রেটিংও দিতে বলেছেন রোহিত।

দ্বিতীয় ও শেষদিনেও একাধিক রেকর্ড হলো। তার মধ্যে অন্যতম হলো ১০৭ ওভারে টেস্টের ফয়সালা হয়ে যাওয়া। সবচেয়ে কম বল খেলে টেস্ট জেতার বিশ্বরেকর্ড করলো ভারত। ৯২ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে গেল।

৯২ বছর আগে অস্ট্রেলিয়া ও সাউথ আফ্রিকার টেস্ট ম্যাচ চলেছিল ১০৯ দশমিক দুই ওভার।

ওয়ার্নারের জায়গায় টেস্টে ওপেন করতে আগ্রহী স্মিথও

পার্থঃ মিচেল মার্শ, ক্যামেরন গ্রিন, মার্কাস হ্যারিস, ক্যামেরন ব্যানক্রফট, ম্যাথু রেনশ এদের সঙ্গে এবার নতুন আরেকটি নাম যোগ করুন। সেটাও যেনতেন কোনো নাম নয়। এই প্রজন্মের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান স্টিভ স্মিথ। ডেভিড ওয়ার্নারের জায়গায় অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্টে ওপেন করতে আগ্রহী তিনিও, যে আগ্রহের কথা বলেছেন নিজেই। সিডনি টেস্ট দিয়ে সাদা পোশাকের ক্রিকেটকে বিদায় বলছেন ওয়ার্নার। এরপর ওপেনিংয়ে উসমান খাজার সঙ্গী কে হবেন, এই প্রশ্ন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে বেশ জোরেশোরেই উচ্চারিত হচ্ছে। যে কয়টি নাম ঘুরেফিরে আসছে তাঁর মধ্যে হ্যারিস, ব্যানক্রফট, রেনশ প্রথাগত ওপেনার। গ্রিন ও মার্শ মূলত মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান। তাঁদের ওপরে আনার কথা ভাবা হচ্ছে দলের সমন্বয়ের কথা ভেবে। কারণ, তাঁদের কেউ ওপেনিংয়ে এলে দলের বোলিং বিকল্প বেড়ে যাবে। এখন স্মিথ ওপরে গেলেও মার্শ ও গ্রিন দুজনকেই একাদশে সুযোগ দিতে পারবে অস্ট্রেলিয়া। তাতেও অস্ট্রেলিয়ার বোলিং বিকল্প বাড়বে আরও। তৃতীয় দিনের খেলা শেষে এবিসি রেডিওকে স্মিথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আসলে আমিও ওপরে যেতে পারলে খুশিই হব। আমি খুবই আগ্রহী, এটাই যদি তারা করতে চায়। আমি নিশ্চিত, নির্বাচকেরা ও রন (অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড) এবং প্যাটি (কামিন্স) এই ম্যাচের পর এই প্রসঙ্গে আলোচনা করবে। তবে হ্যাঁ, আমি নিশ্চিতভাবেই আগ্রহী।' গত কিছুদিন ওয়ার্নারের জায়গায় অনেকেরই নাম শোনা গেছে। মারনাস লাবুশেনকে তিন নম্বর থেকে ওপেনিংয়ে নিয়ে আসা হতে পারে, এমন আলোচনাও ছিল। তবে স্মিথ যে ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে এসে নতুন এমন চ্যালেঞ্জ নিতে আগ্রহ প্রকাশ করবেন, সেটা অনেকেরই ধারণা ছিল না। স্মিথ সবচেয়ে ওপরে ব্যাট করেছেন তিন নম্বরে। এই পজিশনে ১৭ টেস্ট খেলে ৮ সেঞ্চুরি তার, ব্যাটিং গড় ৬৭.০৭। চার নম্বরে ৬৭ টেস্টে সেঞ্চুরি তার ১৯টি, গড় ৬১.৪৬। পাঁচ নম্বরে ১৯ টেস্ট খেলে সেঞ্চুরি ৪টি, ব্যাটিং গড় ৫৭.১৮। তিন নম্বরে সফল হওয়ার পরও তবে দলীয় সমন্বয়ের কারণে ২০১৭ সালে ভারত সফর ও বাংলাদেশ সফরের পর তিন নম্বরে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি। সেই দুই সফরেও তিন নম্বরে নেমে কঠিন স্পিনিং কন্ডিশনে ৯ ইনিংসে ৩টি শতক পেয়েছিলেন। তবে এরপরও স্মিথ তিনে আর সুযোগ পাননি। বরং তাঁর আগে তিন নম্বরের জন্য অস্ট্রেলিয়া বিবেচনা করেছিল খাজাকে। তখন ঘুরেফিরে ওপেন করেছেন ব্যানক্রফট রেনশ বার্নসরা। ২০১৯ সাল থেকে তিন নম্বর জায়গাটা নিজের করে নিয়েছেন লাবুশেন। চলতি বছরটা স্মিথের ভালো যায়নি। ২৪ ইনিংসে স্মিথের রান ৯২৯। গড় ৪২.২২। শতক ৩টি, অর্ধশতক ৩টি। এমন একটা ম্যাড়মেড়ে বছর কাটানোর পর নতুন চ্যালেঞ্জ স্মিথের ক্যারিয়ারে আরও নতুন ধাপ যোগ করতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অলরাউন্ডার শেন ওয়াটসনও এমনটাই মনে করেন। গতকাল প্রথমবার মূলত তিনিই বলেছিলেন স্মিথকে ওপেনিংয়ে নিয়ে আসার কথা, 'ওপেন করার কৌশল স্মিথের আছে, যে চ্যালেঞ্জটা দরকার সেটাও আছে। আমার উদ্বেগের জায়গা হলো স্মিথকে যদি নতুন চ্যালেঞ্জ দেওয়া না হয়, ও হয়তো সময়ের আগেই কিছু জিনিস ছেড়ে দেবে।'

বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটারের দৌড়ে খাজা হেডের সঙ্গে অশ্বিন ও রুট

মেলবোর্ন (ওয়েবডেস্ক) ঃ আইসিসি বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার (পুরুষ) ২০২৩ পুরস্কারে মনোনয়ন পেয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন, ট্রাভিস হেড, উসমান খাজা ও জো রুট। ভারতীয় স্পিনার অশ্বিন তৃতীয়বারের মতো মনোনয়ন পেয়েছেন। ২০১৬ সালে জেতার পর ২০২১ সালেও মনোনীত হয়েছিলেন অশ্বিন। খাজা টানা দ্বিতীয়বার মনোনয়ন পেয়েছেন। রুটও অশ্বিনের মতো দ্বিতীয়বার এই পুরস্কার প্রত্যাশী। এর আগে ২০২১ সালে বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার হয়েছিলেন রুট।

রবিচন্দ্রন অশ্বিন ঃ ৪১ উইকেট, ৭ ম্যাচ

২০২৩ সালে ৭ টেস্ট খেলে ৪১ উইকেট নিয়েছেন অশ্বিন। গত বছর ঘরের মাঠে বোর্ডার গাভাস্কার ট্রফিতে ৪ টেস্টে ২৫ উইকেট নিয়েছেন। সেই সিরিজেই অনিল কুম্বলেকে টপকে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতের সর্বোচ্চ (১১৪) উইকেট নেওয়ার কীর্তিও গড়েন। জেতেন সিরিজ সেরার পুরস্কার। এমন পারফরম্যান্সের পরও আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের একাদশে জায়গা পাননি অশ্বিন।

ট্রাভিস হেড ঃ ৯১৯ রান, ১২ ম্যাচ

বোর্ডার গাভাস্কার ট্রফিতে যেখানে অস্ট্রেলিয়ার বেশির ভাগ ব্যাটসম্যানরাই ধুঁকেছে, হেড সেখানে ৩ ম্যাচ খেলেই ২৩৫ রান করেছিলেন। যা ছিল সেই সিরিজে উসমান খাজা (৩৩৩) ও মারনাস লাবুশেনের (২৪৪) পর তৃতীয় সর্বোচ্চ। আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে তাঁর শতকেই ভারতকে হারায় অস্ট্রেলিয়া। ওভালে সেই টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৬৩ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরাও হয়েছেন হেড।

উসমান খাজা ঃ ১২১০ রান, ১৩ ম্যাচ

২০২৩ সালে টেস্টে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক খাজা। ভারতের মাটিতে স্পিন সহায়ক উইকেটে বোর্ডার গাভাস্কার ট্রফিতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন খাজা। ৪ টেস্টের ৭ ইনিংসে করেছিলেন ৩৩৩ রান। যা সেই সিরিজে বিরাট কোহলির চেয়ে ৩৫ রান বেশি। এমনকি অ্যাশেজেও সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন খাজা। ১০ ইনিংসে প্রায় ৫০ গড়ে করেছিলেন ৪৯৬।

জো রুট ঃ ৭৮৭ রান, ৮ উইকেট, ৮ ম্যাচ

রুট বছর শুরু করেন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে তিনটি পঞ্চাশোর্ধ রানের ইনিংস খেলে। সেই সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েলিংটনে প্রথম ইনিংসে অপরাজিত ১৫৩ রানের ইনিংস খেলার পর দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি করেছিলেন ৯৫ রান। মাত্র ১ রানে সেই টেস্টটি জিতেছিল নিউজিল্যান্ড। অ্যাশেজে রুট ছিলেন তৃতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। ৯ ইনিংসে ৫১.৫০ গড়ে রান করেন ৪১২।

কে হবেন বর্ষসেরা ক্রিকেটার ঃ হেড, কামিন্স, কোহলি না জাদেজা

লন্ডন ঃ বিশ্বকাপ ও টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩ সালে দুটি আইসিসি ট্রফি জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। প্যাট কামিন্সের নেতৃত্বে দলটির হয়ে দুটি ফাইনালেই ম্যাচসেরা ছিলেন বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ট্রাভিস হেড। বছর শেষে আইসিসি বলছে কামিন্স আর হেড, দুজনই আছেন ২০২৩ সালের বর্ষসেরা ক্রিকেটারের মনোনয়ন তালিকায়। দুই অস্ট্রেলিয়ানের সঙ্গে বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার গ্যারি সোবার্স ট্রফির জন্য মনোনীত হয়েছেন দুই ভারতীয় বিরাট কোহলি আর রবীন্দ্র জাদেজা। এ ছাড়া বর্ষসেরা নারী ক্রিকেটারের পুরস্কার রাচেল ফ্লিন্ট ট্রফির জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলেই গার্ডনার ও বেথ মুনি, শ্রীলঙ্কার চামারি আতাপাত্তু এবং ইংল্যান্ডের ন্যাট সিভারব্রান্ট। আজ আইসিসির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মনোনীতদের নাম প্রকাশ করা হয়।

২০১৯ সালে বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটারের পুরস্কার জেতা কামিন্স ২০২৩ সালে বোলিংয়ের পাশাপাশি অধিনায়কত্বে উজ্জ্বল ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে জুনে ওভালে ভারতকে হারিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতে অস্ট্রেলিয়া। পাঁচ মাস পর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে একই দলকে হারিয়ে জেতে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। মাঝে ইংল্যান্ডে অ্যাশেজ ড্র করে অস্ট্রেলিয়া। দলগত তিনটি বড় সাফল্যের পাশাপাশি টেস্ট ও ওয়ানডে মিলিয়ে পুরো বছরে মোট ৫৯টি উইকেট নেন কামিন্স। কামিন্সের সতীর্থ হেড ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও বিশ্বকাপ ফাইনাল জয়ের নায়ক। টেস্টে ৯১৯ রানসহ পুরো বছরে ১৬৯৮ রান করেছেন এই বাঁহাতি। যা তাঁকে প্রথমবারের মতো বর্ষসেরা ক্রিকেটারের তালিকায় জায়গা করে দিয়েছে।

বর্ষসেরা হতে হেড ও কামিন্সকে লড়তে হবে দুইবারের গ্যারি সোবার্স ট্রফিজয়ী কোহলির সঙ্গে। ভারতের সাবেক অধিনায়ক ২০২৩ সালে ওয়ানডে ও টেস্ট মিলিয়ে তুলেছেন ২০৪৮ রান, যার মধ্যে বিশ্বকাপেই ছিল রেকর্ড ৭৬৫। বছরজুড়ে ছয়টি ওয়ানডে শতক করে শচীন টেন্ডুলকারের দুই যুগের বেশি সময় স্থায়ী সবচেয়ে বেশি ওয়ানডে শতকের রেকর্ডও ভেঙেছেন।

বর্ষসেরা ক্রিকেটারের মনোনয়নে জাদেজা জায়গা পেয়েছেন বোলিং সাফল্যের কারণে। সব সংস্করণ মিলিয়ে বছরের সর্বোচ্চ ৬৬ উইকেট নিয়েছেন ভারতের এই স্পিনার। এ ছাড়া ব্যাট হাতে ৬১৩ রানও আছে তাঁর। মেয়েদের বর্ষসেরা ক্রিকেটারের তালিকায় জায়গা পেয়েছেন গতবারের সেরা ন্যাট সিভারব্রান্ট। মেয়েদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের এই অলরাউন্ডার ৯ উইকেট ও ৮৯৪ রান করেছেন। যেখানে ওয়ানডেতে গড় ছিল ১৩১.০০, টি টোয়েন্টিতে ৪৫.৫০। শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু জায়গা পেয়েছেন ওয়ানডে ও টি টোয়েন্টি মিলিয়ে মোট ৮৮৫ রান করে। আতাপাত্তু এ বছরের আইসিসি অ্যাওয়ার্ডে ওয়ানডে এবং টি টোয়েন্টি বর্ষসেরারও মনোনয়ন পেয়েছেন। মেয়েদের বর্ষসেরা পুরস্কারে অপর দুজনই অস্ট্রেলিয়ান। অফ স্পিনার গার্ডনার তিন সংস্করণ মিলিয়ে নিয়েছেন ৫৮ উইকেট, যা বছরের সর্বোচ্চ। এ ছাড়া বছরের শুরুর দিকে অনুষ্ঠিত আইসিসি নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টুর্নামেন্টসেরার পুরস্কার জেতেন তিনি। প্রথম নারী ক্রিকেটার হিসেবে টানা দুবার (জুন ও জুলাই) আইসিসির মাসসেরা খেলোয়াড়ও হন গার্ডনার। অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার ব্যাটার মুনিও আছেন গার্ডনারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। বাঁহাতি এ ব্যাটার ২০২৩ সালের সর্বোচ্চ ১০৪০ রান করেন, যার মধ্যে ছিল নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে ৭৪ রানের ইনিংস। মনোনীত খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে সেরা নির্বাচন করা হবে সমর্থক ও আইসিসি ভোটিং একাডেমির ভোটে। সমর্থকেরা ভোট দিতে পারবেন আইসিসির ওয়েবসাইটে গিয়ে।

বাজারে অনেক মধু, খাঁটি কোনটা চিনবেন কীভাবে?

সুন্দরবন (ওয়েবডেস্ক)ঃ অনলাইনে এখন অনেক রকম মধুর বিজ্ঞাপন হরহামেশা চোখে পড়ে। বিশেষ করে এখন সরিষা ফুলের মৌসুম চলছে, হলুদ সরিষা ক্ষেত থেকে মধু আহরণের ছবি দিয়ে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করছেন অনেকেই।

মধু ব্যবসায়ী ও মধু নিয়ে কাজ করা অনেকের সঙ্গেই কথা বলে জানা যায় সরিষা ফুল থেকেই সবচেয়ে বেশি মধু উৎপাদন করা হয়। এমন কী সীমিত আকারে বিদেশে রপ্তানিও হচ্ছে সরিষা ফুলের মধু।

এছাড়া ভিন্ন ভিন্ন ফুলের সময় ভিন্ন ভিন্ন মধু উৎপন্ন করা হয়ে থাকে। তবে আগ্রহের শীর্ষে বরাবরই সুন্দরবনের মধু।

মধুর প্রকারভেদ

মধু প্রধানত দুই প্রকার। প্রাকৃতিক আর চাষ করা মধু, যেটাকে চাষের মধু বলা হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক মধুর প্রধান উৎস সুন্দরবন। মৌয়ালরা সেটা সংগ্রহ করে ও তা সারা দেশে বাণিজ্যিকভাবে বিপণন হয়ে থাকে।

এর বাইরে আমরা প্রাকৃতিকভাবে বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে গ্রামে যে মৌমাছির চাক দেখি তা আসলে খুবই সামান্য মধুর যোগান দেয়। সুন্দরবনে অন্তত সাত রকম ফুলের মধু হয়ে থাকে। এছাড়া চাষ করা মধুর মধ্যে পাঁচ রকম ফুলের মধু বেশি দেখা যায়।

সুন্দরবনের প্রাকৃতিক মধু

সুন্দরবনে ফুল ফুটতে শুরু করে মার্চ মাস থেকে। এ সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে মধু আহরণের জন্য সুন্দরবনে আসতে থাকে মৌমাছির ঝাঁক। আর মধু আহরণের জন্য বন বিভাগের অনুমতি নিতে হয় মৌয়ালদের। পয়লা এপ্রিল থেকে আমরা অনুমতি নিয়ে মধু কাটতে যাই, দুই মাস এই অনুমতি থাকে।

সুন্দরবনে প্রথমেই আসে খলিশা মধু। খলিশা নামক এক প্রকার গাছের সাদা ফুল থেকে মৌমাছিরা এই মধু সংগ্রহ করে মৌচাকে জমা করে। যখন সুন্দরবনে খলিশা গাছে ফুল ফোটে তখন অন্য সব গাছে মুকুল থাকলেও ফোটে না। ভিন্ন স্বাদ ও একক ফুলের মধু হিসেবে এই মধুটির চাহিদা বেশি কিন্তু সে তুলনায় উৎপাদন কম।

খলিশা ফুলের মধু একটু সাদা রংয়ের হয়, মিষ্টিও বেশি। এখন আমরা প্রতি কেজি ১২০০ টাকা করে এটি বিক্রি করছি, জানান আরেক মধু ব্যবসায়ী ও মধু আহরণকারী শামীম হোসেন। খলিশা মধুর পর আসে গরান ফুলের মধু। এটি একটু লাল রংয়ের হয়ে থাকে। গরান মধু সবচেয়ে বেশি সময় ধরে থাকে ও বেশি পরিমাণে সংগ্রহ করা হয়। এরপর ক্রমান্বয়ে পশুর, কেওড়া ও বাইন ফুলের মধু সংগ্রহ করেন মৌয়ালরা। জুন মাসের দিকে মৌসুম শেষ হয় গেওয়া ফুলের মধু দিয়ে।

এছাড়া আরেকটি হয় মিশ্র মধু। যা মূলত বিভিন্ন ফুল থেকে সংগ্রহ করা মধু।

মধু সংগ্রহের পর তা রিফাইন করে সংরক্ষণ করেন ব্যবসায়ীরা এবং সারা বছর ধরেই সেটি বাজারে পাওয়া যায়। সর্বনিম্ন ৪০০ থেকে সর্বোচ্চ ১২০০ টাকায় বিক্রি হয় এসব মধু।

তবে এখন সুন্দরবন অঞ্চলেও মধুর চাষ হয়ে থাকে। মৌসুমের শুরুতে মৌমাছির বাক্স নিয়ে যায় চাষীরা, এরপর মে।সুম শেষে মধু সংগ্রহ করে ফেরে। এ সব মধুরই রঙ, স্বাদ ও গন্ধ ভেদে পার্থক্য থাকে। ঘনত্বও কম বেশি হতে পারে।

চাষের মধু

সরিষা ক্ষেতের পাশে এখন অনেক জায়গায় কাঠের বাক্স চোখে পড়ে। যেগুলোর মধ্যে মূলত মৌমাছি থাকে, তবে এগুলো পোষা মৌমাছি বলা যেতে পারে। যারা সারাদিন ফুলে গিয়ে মধু সংগ্রহ করে আবার বাক্সে ফেরত আসে। সুন্দরবনের মৌমাছি ও এসব মৌমাছির জাত আলাদা। সাধারণত পাঁচটি ভিন্ন জাতের মৌমাছি দেখা যায়। এর মধ্যে চারটিই পোষ মানে।

ব্যক্তিগতভাবে মধু নিয়ে একটা গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়েছেন আরিফুল ইসলাম। তার নিজের মৌ খামার আছে ও এ বিষয়ে একটা বইও লিখছেন তিনি।

মি. ইসলাম বলেন, বুনো জাতের মৌমাছি পোষ মানে না। আমাদের দেশে ১৯৮০ সালের দিকে একটা ইউরোপিয়ান জাত আনা হয়। এই জাতটা আমরা বক্সে পালি এবং তাদের প্রশিক্ষিত করে মধু সংগ্রহ করা হয়। তিনি জানান, এখন সবচেয়ে বেশি চাষ হয় সরিষা ফুলের মধু। কারণ এটা সহজলভ্য এবং খরচও কম, বলেন আরিফুল ইসলাম। তবে এই মধুর ঘ্রাণ একটু তীব্র হয়, মুখে দিলেই সরিষা ফুলের ঘ্রাণ আসে, হালকা সাদাটে সোনালি রং হয় এই মধুর।

মধুর পাইকারি ব্যবসায়ী রুবেল আহম্মেদ বলেন, এই শীতে সরিষা ফুলের মধু খুব সহজেই জমে যায়। কারণ এটাতে গ্লুকোজের পরিমাণ বেশি থাকে। এটা জমে ক্রিম হয়ে যায়, যেটাকে আমরা ক্রিম হানি বলে থাকি।

সরিষা ফুলের মধু কেজিতে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকার মধ্যে পাওয়া যায় বলে জানান তিনি।

সরিষার পর মৌমাছির বাক্সগুলো যায় ধনিয়া ক্ষেতে। সেখানে ধনিয়া ফুল থেকে সংগ্রহ করা হয় মধু। এরপর হয় কালোজিরা ফুলের মধু। এই মধু সংগ্রহের পরই কালো থাকে ও খেতে খেজুরের গুড়ের মতো স্বাদ পাওয়া যায়। চাষের মধুর মধ্যে চাহিদার শীর্ষে লিচু ফুলের মধু। দেশের উত্তরবঙ্গের লিচু বাগান থেকে এই মধু সংগৃহীত হয়ে থাকে। লিচুর মধুতে হালকা সাদাটে সবুজাভ ভাব থাকে। আর খেতে গেলে লিচুর গন্ধ তো লাগবেই, বলেন আরিফুল ইসলাম। বর্ষার সময়টায় সংগ্রহ করা হয় কুল বা বরই ফুলের মধু। এটির পরিমাণ অবশ্য অনেক কম।

মধু চেনার উপায়

নানা কারণেই উপকারী এই মধু নিয়ে ক্রেতাদের অভিযোগ আর সন্দেহ আছে অনেক। মধু খাঁটি নাকি ভেজাল? আবার যে মধুর কথা বলা হয়েছে আসলেই সেটা দিয়েছে তো, এমন নানা প্রশ্ন দেখা যায়।

মধু চেনার উপায় হল তিনটা।স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধ, বলেন মধু গবেষক আরিফুল ইসলাম।

তার মতে, মধু চেনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাই আসল। কোনটার কী স্বাদ এটা মনে রাখা জরুরি।তিনি বলেন, সুন্দরবনের মধুতে একটা বুনো গন্ধ থাকে।

একটা মধুর সাথে আরেকটা মধুর পার্থক্য নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর। উদ্ভিদের ভিন্নতা আর মৌমাছির জাতভেদে মধুর পার্থক্য হয়ে থাকে।

বিক্রেতা রুবেল আহম্মেদ জানান, একেক ফুলের মধুর ঘ্রাণ একেকরকম। খেতে গেলে বরই, লিচু এগুলোর ঘ্রাণ চলে আসে।

তবে সবাই একমত মধু চেনার সবচেয়ে ভালো উপায় হল ল্যাব টেস্ট। এছাড়া নানান প্রচলিত যে সব উপায়ে অনেকে মধুর গুণাগুণ বিচার করেন, সেটাতে আপত্তি আছে বিশেষজ্ঞদের।

এই যে আগুন দেয়া, জলেতে দেয়া এগুলোর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, আরিফুল ইসলাম বলেন।

মধুতে প্রাকৃতিকভাবেই চিনি থাকে আর চিনি থাকলে তো পিঁপড়া খাবেই। আর আগুন ধরার বিষয়টি হল মৌমাছি প্রাকৃতিকভাবে চাকে মোম তৈরি করে, ফলে আগুন তো ধরবেই। ল্যাব টেস্ট ছাড়া তাই উপায় নেই, জানাচ্ছেন তিনি।

আর রুবেল আহম্মেদ জানান, মধু জমে গেলে খাঁটি না এই ধারণাটা ভ্রান্ত। আর মধু জলেতে মেশে কি মেশে না এটা মধুর ঘনত্বের উপর নির্ভর করে।

তবে তিনি বলেন, সুন্দরবনের মধু সাধারণত জমবে না, ফ্রিজে থাকলেও না ‐ বরং ঘনত্ব বাড়বে। তবে বেশি দিন ফ্রিজে রাখলে মধুর গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। তাই মধু যতোটা সম্ভব টাটকা খাওয়াই ভালো। আর ৩-৪ মাস পর সব মধুই লাল বর্ণ ধারণ করে।

এছাড়া মি. রুবেল আরেকটা তথ্য দেন, সেটা হল খাঁটি মধু পরিশোধন ছাড়া রেখে দিলে উপরে অনেকটা ফেনার মতো একটা স্তর পরে, যা ভেজাল মধুতে হয় না।

মধুর উপকারিতা

কৃষি তথ্য সার্ভিসের ওয়েবসাইটে মধুর গুণাগুণ সম্পর্কে বলা আছে, রোগ নিরাময়ের জন্য মধু কখনো এককভাবে, আবার কখনো ভেষজ দ্রব্যের সঙ্গে মিশিয়ে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় সফলতার সঙ্গে ব্যবহার হয়ে আসছে। চায়ের সঙ্গে মধু ও আদার রস মিশিয়ে খেলে সর্দি ও শ্লেষ্মা রেগের উপশম হয়। আবার তুলসী পাতার এক চা চামচ রস ও সমপরিমাণ মধু মিশিয়ে খেলে অল্প সময়ের মধ্যেই কাশি দূর হয়। আবার হালকা গরম জলসহ মধু মিশিয়ে গড়গড়া করলে গায়কদের গলার স্বর বৃদ্ধি পায়। অনেকের মতে, এটা টনিকের মতো কাজ করে। এছাড়া এক চা চামচ আদার রস এবং এক চা চামচ মধু একসঙ্গে মিশিয়ে সকালে ও সন্ধেবেলা খেলে সর্দি সেরে যায় ও খিদে বৃদ্ধি পায়। শিশুদের দৈহিক গড়ন, রুচি বৃদ্ধি, ওজন বৃদ্ধি ও পেট ভালো রাখার জন্য প্রত্যহ এক চা চামচ মধু গরম দুধ ও গরম পানির সঙ্গে নাশতা ও রাতের খাবারের সঙ্গে দেয়ার কথা এখানে বলা আছে।

টুকরো খবর

নাটোরে বিএনপির কর্মীদের সঙ্গে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের কর্মীদের সংঘর্ষ

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ নাটোরের সিংড়া উপজেলায় নির্বাচন বিরোধী লিফলেট বিতরণকে কেন্দ্র করে বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেতাকর্মীদের সঙ্গে পুলিশ ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ২ পুলিশ সদস্যসহ অন্তত ৭ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আটক করা হয়েছে বিএনপির নাটোর জেলা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক দাউদার মাহমুদসহ ৩ জনকে। ভাঙচুর করা হয়েছে দাউদার মাহমুদের পেট্রোল পাম্প ও পুলিশের একটি গাড়িসহ অন্তত ৭টি গাড়ি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দাউদার মাহমুদের নেতৃত্বে সিংড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় নির্বাচন বিরোধী লিফলেট বিতরণ শুরু করে বিএনপির নেতাকর্মীরা। এ সময় পুলিশ বাধা দিলে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও যানবাহন ভাঙচুর করা হয়। এই সময় আওয়ামী লীগের কর্মীরা বিএনপির কর্মীদের ধাওয়া করে এবং দাউদার মাহমুদের পেট্রল পাম্পে ভাঙচুর করা হয়। পুলিশ সুপার তারিকুল ইসলাম জানান, ৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ।পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

যদি বিদেশী কোন হস্তক্ষেপ না হয় তবে সরকার টিকে থাকবে পূর্ণমেয়াদ রাশেদ খান মেনন

ঢাকা ঃ আগামী ৭ জানুয়ারী বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদল বিএনপি'র নেতৃত্বে ৩৬ টি রাজনৈতিক দল ও ইসলামিক শাসনতন্ত্র আন্দোলন সহ বেশ কিছু ইসলামপন্থী দল এই নির্বাচন বয়কট করেছে। সেইসাথে হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ আন্দোলন সহ, ৭ তারিখের নির্বাচন বর্জনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাপক গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ ইত্যাদি নানা রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ সহ নিবন্ধিত ৪৪ টি দলের মধ্যে ২৭ টিই এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। পাশাপাশি, বিরোধী দলগুলোর আঃেদালন দমনে সরকার কঠোর ভূমিকাও নিয়েছে। সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীও একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল এর সাথে সাক্ষাৎকারে গত ১৭ ডিসেম্বর বলেছেন, হরতাল, অবরোধ মোকাবেলা করে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখতে সরকারের কাছে বিরোধীদলের নেতা কর্মীদের ব্যাপক হারে গ্রেফতার করা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। এর মাঝেই আন্দোলনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনায় ট্রেনে আগুন লেগে চারজন নিহত হয়েছেন। এ জন্য সরকার ও আন্দোলনরত দলগুলি পরস্পরকে দোষারোপ করে যাচ্ছে। এদিকে, নির্বাচনের তারিখ যতই ঘনিয়ে আসছে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতার ঘটনাও বেড়েই চলেছে। অতীতের নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর সম্মিলিত ভোট চল্লিশ শতাংশের কিছু বেশি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট দলগুলির অংশগ্রহণ ছাড়া, বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি দলের একটি বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়া এ নির্বাচন কতটা অংশগ্রহনমূলক হতে যাচ্ছে তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি বিএনপি ও নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলোর দাবি অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে তা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতো কিনা এই প্রশ্নটিও জোরালোভাবে নানামহলে আলোচিত হচ্ছে। আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র , ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ভারতের ভূমিকা নিয়েও চলছে নানামুখী আলোচনা। রাশেদ খান মেননের মতে, আমি তো মনে করি ৭ জানুয়ারির নির্বাচন দেশেও যেমন গ্রহণযোগ্য হবে আন্তর্জাতিক বিশ্বেও তেমন গ্রহণযোগ্য হবে। যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অনেকে নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। আমার তো মনে হয় তারা এখন সে প্রশ্ন তুলছে না। এবং নির্বাচনে উৎসবমুখর পরিবেশে জনগনের অংশগ্রহণ এবং একটা উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। তাতে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশ নেবে বলে আমাদের ধারণা। সংবিধান অনুসরণ করে নির্বাচন হচ্ছে এবং নির্বাচনী আইন ও ব্যবস্থা অনুযায়ী নির্বাচন হচ্ছে। জনগণের বড় অংশের অংশগ্রহণে নির্বাচন হবে বলেই আমি মনে করি। এটি আপেক্ষিক প্রশ্ন, এই কারণে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন আমরা আতীতেও দেখেছি। তবে হয়তো কম আপত্তি ছিল বিচারপতি হাবিবুর রহমানের সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচনে। অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমেদ যখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন তখন যে সরকার হয়, তখন তো ভুয়া ভোটারই ছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ। সুতরাং তখন তো সেটি গ্রহণযোগ্য হয়নি। সেই সঙ্গে (সে সময়ের) তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচনকে ম্যানুপুলেট করার জন্য এমনকি স্বয়ং রাষ্ট্রপতি নিজে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হয়ে বসেছিলেন সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে। সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হলেই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয়ে গেছে আমি তা মনে করি না। আমি মনে করি জনগণ যদি ভোট প্রদান করে তারা যদি ভোটকেন্দ্রে আসে এবং সেখানে যদি ৫০ ভাগের উপরে ভোট পড়ে তাহলে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে বলে আমি মনে করি। কারন নির্বাচনে কোন দল এলো বা না এলো সেটা বড় প্রশ্ন না। বিষয় হচ্ছে জনগণ অংশগ্রহণ করছে কিনা। এখানে জনগণ অংশগ্রহণ করছে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি আমার নির্বাচনী এলাকায় প্রচারণা চালাচ্ছি। হাজার হাজার লোক নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন এবং তারা সেখানে অংশগ্রহণ করছেন। সুতরাং আমি মনে করি নির্বাচন নিয়ে জনগণের মনে কোন প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন আছে একটি মহলে যাদের স্বার্থ আছে সে বিষয়টি খোঁজ করে তারাই হয়তো নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা তারা অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় বলে আমি মনে করি। তবে যারা নির্বাচনে বাধ সাধছে, আগুন দিয়ে মানুষ পোড়াচ্ছে, তাদের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না বরঞ্চ তারা ভয় দেখাচ্ছে বাংলাদেশে স্যাংশন জারি করবে। তার মানে হচ্ছে তারা আগাম বিচার করে বসে আছে, বাংলাদেশের নির্বাচন কি হবে কি হবে না। ভারত তো বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেটাই আশা করে। এবং জনগণ সেখানে অংশ নেবে সেটাই আশা করে। এর বাইরে তাদের অন্য কোন ভূমিকা বিশেষ করে প্রকাশ্যে কোন ভূমিকা আছে বলে লক্ষ্য করা যায় না। আমি মনে করি পূর্ণ মেয়াদেই টিকে থাকবে। যদি বড় ধরনের কোন অঘটন না ঘটে যদি বিদেশী কোন হস্তক্ষেপ না হয়। অথবা এখানে অসাংবিধানিক অস্থিতিশীল কোন পরিস্থিতি তৈরি না হয়। এবার যেহেতু ঢাকা থেকে নির্বাচন করা সম্ভব হয় নি। আমি বরিশাল থেকে নির্বাচন করছি। তাই সকাল বেলায় ঢাকায় আমার এলাকায় আমি ভোটটি দিয়ে তারপরে নির্বাচনী এলাকা বরিশাল যাব।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
জাতীয় খবর
রাঁচি
শনিবার

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
06:01:2024

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোটার আনার ছক বনাম সংঘাতের ভয়

ঢাকা : সাতই জানুয়ারির নির্বাচনে যেমন বিএনপি নেই, তেমনি নেই আরো কিছু উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল। বিরোধী বিএনপিসহ অন্য দলগুলো এই নির্বাচনকে 'একতরফা' বলে অভিযোগ তুলেছে। ফলে এই নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মাঠে নামিয়ে নির্বাচন জমজমাট করার চেষ্টা করছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। এর বাইরে জাতীয় পার্টি ছাড়াও নির্বাচনে আছে বেশ কিছু ছোট দল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই নির্বাচন কতটা জমে উঠলো সেটা একটা বড় প্রশ্ন। ভোটারদের অংশগ্রহণ কেমন হবে সেটাও দেখার বিষয়। ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ। নির্বাচনী আসন হিসেবে এর নাম নারায়ণগঞ্জ১। সেখানেই ভক্তবলী নামের

এক গ্রামে বেশ বড় একটি একটি নির্বাচনি সভা দেখা গেলো। সভাটি কেটলি মার্কার স্বতন্ত্র প্রার্থী শাহজাহান ভুইয়ার। মি. ভুইয়া আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা। তার প্রচারণাগুলোতে বেশ লোকসমাগম হচ্ছে। ভক্তবলী থেকে এগিয়ে ইছাখালী ব্রিজের গোড়ায় গিয়ে দেখা গেলো কয়েক হাজার নারী-পুরুষের খণ্ড খণ্ড মিছিল। কোন কোন মিছিলে আছে ব্যান্ড পার্টির বাদ্য-বাজনা। পুরো এলাকা মুখর নৌকার স্লোগানে। নৌকা এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী যখন পাড়া-মহল্লা মাতিয়ে রেখেছেন তখন বসে নেই এই আসনের আরেক আলোচিত প্রার্থী তৈমুর আলম খন্দকার।

যুদ্ধ পরবর্তী গাজা নিয়ে পরিকল্পনা ঘোষণা ইসরায়েলের

খান ইউনিস (এজেন্সী)ঃ ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যকার যুদ্ধ শেষ হলে ভবিষ্যতে কীভাবে গাজা শাসন করা হবে, তার একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট।

তিনি বলেন, ওই এলাকায় ফিলিস্তিনি শাসন থাকবে সীমিত। হামাস আর গাজার নিয়ন্ত্রণে থাকবে না এবং ইসরায়েল সার্বিক নিরাপত্তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

তিনি যখন এই পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন, তখন গাজায় যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে।

হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে,গত ২৪ ঘণ্টায় এসব হামলায় কয়েক ডজন মানুষ মারা গেছে।

চলতি সপ্তাহে আবার এই এলাকায় সফরে আসার কথা রয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের। তিনি দখলকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা ও ইসরায়েলি নেতাদের সাথে আলোচনা করবেন বলে জানানো হয়েছে।

গত মঙ্গলবার লেবাননের রাজধানী বৈরুতে হামাসের শীর্ষ নেতা সালেহ আল আরুরির হত্যাকাণ্ডের পর কঠোর উত্তেজনার মধ্যেই তার সফরের এই খবর এলো। তার এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করা হচ্ছে। ইসরায়েল এই অভিযোগ স্বীকারও করেনি, আবার অস্বীকারও করেনি।

মি. গ্যালান্টের বর্তমান চতুর্মুখী পরিকল্পনার আওতায় গাজার সার্বিক নিরাপত্তার নিয়ন্ত্রণ ইসরায়েলের হাতে থাকবে।

বহুজাতিক একটি বাহিনী ওই এলাকার পুনর্গঠনে কাজ করবে। কারণ ইসরায়েলের বোমা হামলায় গাজায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

পরিকল্পনার আওতায় প্রতিবেশী দেশ মিশরের একটি ভূমিকা থাকবে তবে তা কী হবে, সেটি এখনো নির্ধারণ করা হয়নি।

কিন্তু নথিতে বলা হয়েছে যে, পুরো এলাকা পরিচালনার দায়িত্ব ফিলিস্তিনিদেরও দেয়া হতে পারে।

গাজার বাসিন্দারা ফিলিস্তিনি, তাই ফিলিস্তিনি একটি কাঠামো নেতৃত্বের দায়িত্বে তারা থাকবে। কিন্তু এখানে শর্ত থাকবে যে ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতি কোন শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ড বা হুমকি আসবে না, বলেন মি. গ্যালান্ট।

গাজার ভবিষ্যত নিয়ে এই আলোচনায় নিয়ে ইসরায়েলের মধ্যে গভীর মতভেদ দেখা দিয়েছে।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকারের কিছু কট্টর ডানপন্থী সদস্য বলেছে, ফিলিস্তিনের নাগরিকদের গাজা ছেড়ে নির্বাসনে চলে যেতে বলা উচিত। আর ওই এলাকায় ইহুদী বসতি আবার গড়ে তোলা উচিত।

বিতর্কিত এই প্রস্তাবকে চরমপন্থি এবং অকার্যকর বলে উল্লেখ করে তা বাতিল করে দিয়েছে ওই এলাকার অন্য দেশগুলো যাদের মধ্যে ইসরায়েলের মিত্রদেশও রয়েছে।

যদিও মি. গ্যালান্টের প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় তার অন্য সহকর্মীদের আনা প্রস্তাবের তুলনায় বেশি বাস্তবসম্পন্ন বলে মনে করা হচ্ছে, তারপরও হয়তো এই প্রস্তাব বাতিল করে দেবেন ফিলিস্তিনি নেতারা। তারা বলছেন, এই বিধ্বংসী যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ওই এলাকা পরিচালনার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গাজাবাসীর থাকা উচিত।

মি. নেতানিয়াহু অবশ্য গাজা কিভাবে শাসন করা হবে তা নিয়ে জনসমক্ষে এখনো কোন ধরনের মন্তব্য করেননি।

তিনি বলেছেন যে, হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার অঙ্গীকার নিয়ে শুরু হওয়া গাজার এই যুদ্ধ এখনো কয়েক মাস ধরে চলতে পারে।

মি. গ্যালান্টের পরিকল্পনায় আরো বলা হয়েছে যে, গাজায় পরবর্তী ধাপের যুদ্ধে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, সেই লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফ গাজা উপত্যকার উত্তরাঞ্চলে আরো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এগিয়ে যাবে। সেখানে অভিযান চালানোর পাশাপাশি সুড়ঙ্গ ধ্বংস করা এবং বিমান ও স্থল হামলা চালানো হবে।

দক্ষিণাঞ্চলে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী হামাসের নেতাদের খোঁজ পেতে এবং জিম্মিদের উদ্ধারে চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

বৃহস্পতিবার আইডিএফ বলেছে, গাজার উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের গাজা শহর ও খান ইউনিস শহরে হামলা চালিয়েছে তারা।

তারা বলেছে যে, তারা সন্ত্রাসী অবকাঠামোগুলোতে হামলা চালিয়েছে এবং কথিত জঙ্গিদের হত্যা করেছে। তাদের দাবি, ওই ব্যক্তিরা সেনাদের পাশেই বিস্ফোরক ঘটানোর চেষ্টা করছিলো।

তারা ঘোষণা করেছে যে, তারা বিমান হামলার মাধ্যমে প্যালেস্টেনিয়ান ইসলামিক জিহাদের একজন সদস্য মামদুহ লোলোকে হত্যা করেছে।

গাজায় থাকা হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, উপত্যকা জুড়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ১২৫ জন নিহত হয়েছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, খান ইউনিসের পশ্চিমে আল মাওয়াসি এলাকায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় নয় জন শিশুসহ ১৪ জন নিহত হয়েছে।

ছোট শহরটিতে ইসরায়েলি বাহিনী বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের জন্য নিরাপদ জায়গা বলে ঘোষণা করেছিল। তবে হামাসের এই দাবির বিষয়ে কোন মন্তব্য করেনি ইসরায়েল। যখন একটি গোলা এসে তাবুতে আঘাত করে তখন মধ্যরাত এবং আমরা সবাই ঘুমাচ্ছিলাম। ৪২ এর এই তাঁবুগুলোতে যারা ঘুমাচ্ছিল তাদের বেশিরভাগই শিশু।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে একথা জানিয়েছেন জামাল হামাদ সালাহ নামে একজন প্রত্যক্ষদর্শী। আমরা ওখানে একটি মরদেহ পাই যা প্রায় ৪০ মিটার দূরে গিয়ে ছিটকে পড়েছে।

গাজায় কোন নিরাপদ জায়গা নেই, বলেন সেভ দ্য চিলড্রেনের দখলকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের কান্ট্রি ডিরেক্টর জেসন লি। শিবির, আশ্রয়কেন্দ্র, স্কুল, হাসপাতাল, বাড়ি এবং তথাকথিত 'নিরাপদ এলাকা' যুদ্ধ ক্ষেত্রের অংশ হওয়া উচিত নয়।

হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, গাজায় ইসরায়েলের হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মোট নিহতের সংখ্যা ২২ হাজার ৪০০ ছাড়িয়ে গেছে।এই সংখ্যা এই উপত্যকার মোট জনসংখ্যার এক শতাংশের সমান। এলাকাটিতে মোট ২৩ লাখ মানুষ বাস করে।

গত সাতই অক্টোবর ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে হামাসের বন্দুকধারীদের আকস্মিক হামলার পর থেকে গাজায় হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল। ওই হামলায় ১২০০ মানুষ নিহত হয়েছিল এবং ২৪০ জনকে জিম্মি করা হয়েছিল। যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক।

কেন গ্রেফতারের আশঙ্কায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল?

নয়াদিল্লিঃ ভারতে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের উদ্দেশ্য 'দুর্নীতির তদন্ত নয়', তাকে গ্রেপ্তার করে 'কার্যসিদ্ধি' করা। আমাদের দল ভাঙতে এই কৌশল প্রয়োগ করছে বিজেপি, এমনটাই অভিযোগ করছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, যার সম্ভাব্য গ্রেপ্তারকে ঘিরে বুধবার রাত থেকে সরগরম ছিল ভারতের রাজধানী। কথিত আবগারি দুর্নীতির অভিযোগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট (ইডি)-এর সমন হয়। আমাদের তিনজন মন্ত্রী জেলে আছেন। যদিও তাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ মেলেনি। এখন বিজেপি আমাকে জেলে পাঠাতে চায়। আমাকে পাঠানো এই সমন বেআইনি।

তদন্ত নয়, তাকে গ্রেপ্তারের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলে দাবি করেছেন মি কেজরিওয়াল।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে শাসক ও বিরোধীদলগুলির মধ্যে অভিযোগ ও পাল্টা

তৃতীয়বার এড়ানোর পর তেসরা জানুয়ারি গভীর রাতে আম আদমি পার্টির (আপ) নেতাদের তরফে আশঙ্কা জানানো হয়, পরদিন সকালেই মি কেজরিওয়ালের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হবে।

তারপর তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে এমন তথ্য রয়েছে বলে দাবি করেন আতিশি মারলেনা এবং সৌরভ ভারদ্বাজের মতো আপ-এর নেতারা।

অন্যদিকে, বিজেপির তরফে এই অভিযোগ নস্যাৎ করে উল্টে মি কেজরিওয়ালকে ইডির মুখোমুখি হওয়ার 'উপদেশ' দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার ইডির দপ্তরে আসার জন্য মি কেজরিওয়ালকে সমন পাঠানো হয়েছিল। তার উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন, ওই সমন বেআইনি।

ঠিক কী অভিযোগ?

আবগারি নীতি বদলে ২০২১-২২ সালে কয়েকটি সংস্থাকে বেআইনি ভাবে বিশেষ সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে দিল্লির আপ সরকারের বিরুদ্ধে। বেসরকারি মদ ব্যবসায়ী সংস্থাগুলিকে খুচরো মদ বিক্রেতাদের আওতায় নিয়ে আসা হয়। কয়েকটি সংস্থাকে লাইসেন্স ফি কমিয়ে দেওয়াসহ বিশেষ সুযোগ পাইয়ে দিতে আবগারি নীতিতে এই রদবদল বলে অভিযোগ ওঠে। উপ মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়ার আওতায় ছিল আবগারি বিভাগ। শুরু হয় প্রবল বিতর্ক।

আপ সরকারের তরফে দাবি করা হয় এই পরিবর্তনের ফলে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। বিতর্কের জেরে নয়া আবগারি নীতি বাতিল করার কথা ঘোষণা করেছিল আপ সরকার। তবে তার আগেই এই বিষয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভিকে সক্সেনা। এই মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত হিসাবে নাম ছিল তৎকালীন উপমুখ্যমন্ত্রী মি সিসোদিয়া এবং সাংসদ মি সঞ্জয় সিং।

গত বছর এপ্রিল মাসে ওই মামলায় অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নয় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। একই সঙ্গে এই মামলায় বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগের তদন্ত শুরু করে ইডি। পরে আবগারি দুর্নীতির মামলায় গত বছর মি সিসোদিয়া এবং মি সিংকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইডির চার্জশিটে মি কেজরিওয়ালয়ের নামও যোগ হয়। সে সময়েও গুঞ্জন ওঠে মি কেজরিয়ালকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। তবে তিনি তখন গ্রেপ্তার হননি।

গ্রেফতারি ঘিরে জল্পনা

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে এ পর্যন্ত তিনবার তলব করেছে ইডি। প্রথমে দোসরা নভেম্বর ডাকা হলে, পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের প্রচারের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণ দেখিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে হাজির হননি মি কেজরিওয়াল। তার অভিযোগ ছিল, এই তলব বেআইনি এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

২১শে ডিসেম্বরে হাজির না হয়ার পর তেসরা জানুয়ারি তাকে আবার তলব করে ইডি। ওই দিনও জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হননি আপ প্রধান। বরং ওই নোটিশের আইনি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। এরপর বিজেপি তার বিরুদ্ধে তোপ দাগে।

বুধবার (তেসরা জানুয়ারি) রাতে, আপ-এর অতিশি মারলেনা এবং সৌরভ ভারদ্বাজসহ একাধিক আপ নেতা সমাজমাধ্যমে মি কেজরিওয়ালকে গ্রেফতারের আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেন। মুহূর্তে সেই পোস্ট ভাইরাল হয়ে যায়।

যদিও ওই আশঙ্কার কোনও ভিত্তি নেই বলে দাবি করা হয় বিজেপির পক্ষ থেকে। এ প্রসঙ্গে বিজেপির হরিশ সুরানা সংবাদ সংস্থাকে বলেন, জানি না এমন তথ্য ওরা কথা থেকে পেলেন। যদি অন্যায় নাই করে থাকে তাহলে ভয় কীসের?

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই এই রাজনৈতিক তরজাকে ঘিরে ভারতের রাজধানীর পারদ ঊর্ধ্বমুখী ছিল। সকাল থেকে 'আপ'-এর নেতা ও সমর্থকেরা দিল্লির পার্টির অফিসে সমবেত হন। জল্পনা চলতে থাকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী সত্যিই গ্রেফতার হচ্ছেন কি না?

এরই মাঝে, এদিন বেলা ১২টায় একটি ভিডিও বার্তায় মি কেজরিওয়াল সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, গত দু'বছরে আপনারা একাধিকবার এই দুর্নীতির অভিযোগের কথা শুনেছেন। বিভিন্ন সময় আমাদের নেতামন্ত্রীদের বাড়িতে তল্লাশি চালানো অভিযোগ যখন তুঙ্গে, সে সময়ে তিনি সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন।

তার অভিযোগ, এখন তারা কোনও মামলার তদন্ত করে না। অন্য দলের নেতামন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ইডি বা সিবিআই পাঠানো হয়। উদ্দেশ্য হল অন্য দলের নেতাদের বিজেপি তে সামিল করা। এক-দু'টো নয় এমন বহু ঘটনা আছে যেখানে অন্যদলের নেতাদের বিরুদ্ধে ইডি বা সিবিআই-এর তদন্ত চলছিল বা গুরুতর অভিযোগ ছিল, কিন্তু বিজেপি তে যোগ দিতেই, সমস্ত মামলা দফা রফা হয়ে গেল। ঠাণ্ডা ঘরে চলে যায় সেগুলো। আর যারা ওদের দলে যায় না, তারা জেলে যায়।

মনীশ সিসোদিয়া, সঞ্জয় সিং এবং বিজয় নায়ার দুর্নীতির জন্য জেলে নেই। ওরা জেলে বন্দি কারণ বিজেপিতে যোগ দেননি।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অভিযোগ করেন তিনি।

প্রকাশ্যে গুন্ডামি চলছে। যাকে খুশি জেলে ভরে দেওয়া হচ্ছে। বিজেপি আমায় গ্রেপ্তার করতে চায়। সততাই আমার সবচেয়ে বড় সম্পত্তি এবং শক্তি। মিথ্যে অপবাদ দিয়ে, বেআইনি সমন পাঠিয়ে আমাকে বদনাম করতে চাইছে ওরা। আমার সততাকে আঘাত করতে চায়, মি কেজরিওয়াল এদিন বলেছেন।

ইডির পাঠানো সমনের আইনানুগ কোনও ভিত্তি নেই, তাই তিনি তাদের দপ্তরে যাননি বলে দাবি করেছেন। কিন্তু তদন্তে সহযোগিতা করবেন এই আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি।

একই সঙ্গে এই আশঙ্কার কথাও জানিয়েছেন, যে বিজেপি তাকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে গ্রেপ্তার করতে চায়। আমার আইনজীবীরা জানিয়েছেন, ইডির পাঠানো সমন বেআইনি। এবং ওই সমনের উত্তরে আমি ইডিকে বিস্তারিত ভাবে লিখে জানিয়েছি কেন তাদের সমন বেআইনি। কিন্তু ওরা সে বিষয়ে কোনও জবাব দেননি। তার মানে ওদের কাছে আমার তোলা প্রশ্নের কোনও জবাব নেই। তার মানে ওরাও মেনে নিচ্ছে এই সমনের কোনও আইনি ভিত্তি নেই।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য বলেছেন, আইন মেনে সমন পাঠানো হলে, তিনি নিশ্চয়ই ইডির দপ্তরে যাবেন। একই সঙ্গে তিনি বলেছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে তাকে লোকসভা নির্বাচনের আগেই ডাকা হয়েছে। মি কেজরিওয়াল প্রশ্ন করেন, এই তদন্ত তো দু'বছর ধরে চলছে। এখনই কেন আমাকে ডেকে পাঠানো হচ্ছে। আট মাস আগে, আমাকে সিবিআই ডেকেছিল, আমি গিয়েছিলাম। সম্পূর্ণ সহযোগিতাও করেছি। এখন লোকসভা নির্বাচনের দু'মাস আগে কেন ডাকছে?

বিজেপির বক্তব্য ঃ শুধু আবগারি দুর্নীতি নয়, মি কেজরিওয়ালের বিলাসবহুল বাংলো, দিল্লিতে 'মহল্লা ক্লিনিক' সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে সরব হয়েছে বিজেপি। বুধবার (তেসরা জানুয়ারি) বিজেপির গৌরব ভাটিয়া সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিলেন, আমরা তো প্রথম থেকেই বলে আসছি, যদি অরবিন্দ কেজরিওয়াল নির্দোষ হয়ে থাকেন, তাহলে কেন তিনি ইডি তলব করলেও যাচ্ছেন না? অন্য দিকে, কেজরিওয়ালের মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর দিল্লির বিজেপি প্রধান বীরেন্দ্র সচদেবা সংবাদসংস্থা এএনআই কে বলেন, আপনি (অরবিন্দ কেজরিওয়াল) তদন্তকারী সংস্থা থেকে পালাতে চাইছেন। ইডি তিনবার আপনাকে ডেকেছে। কিন্তু আপনি যাননি। এখন গ্রেপ্তার হওয়ার কথা বলে শোক প্রকাশ করছেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী, আপনার আইন মেনে চলা উচিত। কিন্তু আপনি নিজেই আইন মানছেন না।

বৃহস্পতিবার দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভি কে সাক্সেনা দিল্লি সরকারের নেতৃত্বে চালানো মহল্লা ক্লিনিকগুলিতে ভুযো প্যাথলজি এবং রেডিওলজি পরীক্ষার তদন্তের জন্যও সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করেছেন। অভিযোগ রয়েছে, শহরের বেসরকারি ল্যাবগুলিকে সাহায্য করতে লক্ষ লক্ষ ভুয়ো রোগীর নথি বানানো হয়েছে। এ বিষয়ে বিজেপির মি ভাটিয়া বলেন, আবগারি কেলেঙ্কারি ছাড়াও মহল্লা ক্লিনিকে প্যাথলজি ও রেডিওলজির নাম করে ভুয়ো বিল বানানোর অভিযোগও রয়েছে ওর বিরুদ্ধে। ধীরে ধীরে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, এই পুরো দলটাই কতটা দুর্নীতিগ্রস্ত।